ছিন্নমেঘ ও দেবদারু পাতা

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

অনুষ্কা পাবলিশিং হাউস
কলকাতা - ৭০০০৪০

CHHINNA MEGH O DEBDARU PATA

A collection of Bengali poems

by **Rabi Gangopadhyay**

প্রথম প্রকাশ

মে, ২০১১

গ্রন্থস্বত্ব

রেবা গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক

সর্বাণী গঙ্গোপাধ্যায়

বি ৩/৩ রিজেন্ট সোনারপুর

কলকাতা - ৭০০১০৩

পরিবেশক

অনুষ্কা পাবলিশিং হাউস

২/৫৮, আজাদগড়, পোস্ট - রিজেন্ট পার্ক

কলকাতা - ৭০০০৪০

মুদ্রক

অমিত ব্যানার্জী

টালিগঞ্জ, কলকাতা

যোগাযোগ : ০৯৪৩৪৫২১৩৪৯

Website : http://www.rabigangopadhyay.com

মূল্য

একশ টাকা

উৎসর্গ

সুতপা

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ—

- ভালবাসায় অভিমানে
- বৃষ্টির মেঘ
- কোজাগর
- পুণ্যশ্লোক অন্ধকারে
- কয়েক টুকরো
- মুখর প্রচ্ছদ
- জলের মর্মর
- জল থেকে জলে
- লঘু মুহূর্ত
- আগুন ও জলের পিপাসা
- জল থেকে জলে
- ধূসর সংহিতা
- কোঠার ভিতর চোরকুঠুরি
- যেখানে উৎকীর্ণ ছিল
- ব্যক্তিগত কথোপকথন
- কবিতার কাছাকাছি একা
- আরশি টাওয়ার
- মা
- উৎফুল্ল গোধূলি
- প্রাচীন পদাবলী
- গেরুয়া তিমির
- ধুলো থেকে বালি থেকে
- স্মৃতি বিস্মৃতি
- ছিন্ন মেঘ ও দেবদারুপাতা
- অন্তিম সামঞ্জস্য
- রুদ্রাক্ষে বিধৃত
- যে যায়, যে থাকে
- মাটির কুলুঙ্গি থেকে
- ঘোড়া ও পিতল মূর্তি
- হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর

রচনা ১৯৯৪

ক্লান্তির কবিতা

ক্লান্তির কুয়াশায় ঢেকে গিয়েছে সব
আজ বড় ক্লান্ত লাগছে অন্ধকার
শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে আমার তোমার ভিতরে
কতোদিন কতো আলো কতো গতি কতো মুখরতা কতো ছন্দ
আজ সব দুহাতে সরিয়ে তোমার কাছে এসে
ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে হে অন্ধকার জননী
যেমন ছিলাম অনন্তকাল তোমার জঠরে
আজ আর তাই প্রভাতের প্রার্থনা করছি না মা
আজ আর ইচ্ছে করছে না কী হলো কী হলো না নিয়ে
তোমার কাছে ব্যথিত দাঁড়াবার
সেসব অনেক পুরনো কথা
আজ আমাকে শুধু ঘুমোতে দাও তোমার কোলে
তুমি আমার মাথার চুলে সেই রকম আঙুলে বিলি কাটো
গান করো, সুগন্ধী সেই গান যা আমার
ঘুমের মধ্যে মিশে যাবে ধূপের ধোঁয়ার মতো
যা আমার মনে পড়ে অথচ পড়ে না
তাও যদি না হয়
এই কুয়াশায় এই অন্ধকারে এই ক্লান্তির অবসান হোক
পথের ধুলোয় ছেঁড়া পাতায় শুকনো ঘাসে
জানবো আমার মা নেই আমার কেউ নেই আমার কিছু নেই
শুধু নীলাঞ্জন আকাশ শূন্যতার নীল রিক্ততার মরুভূমি
সুদূর প্রসারিত দগ্ধ পাণ্ডুরতার ধূ ধূ মরীচিকা
আজ আর আমার কোনো মৃত্যুবেদনা নেই
সমস্ত নিশ্চিত, সমস্ত সত্য বলে জানার অনুভূতি মুছে গিয়েছে আজ
এক জন্মের ভেতর সহস্র মরণে মরতে মরতে মনে হয়েছে
কেউ আমাকে ভালবাসেনি কখনো
হে অন্ধকার জননী
আজ এই শূন্যতায় শুধু মুহূর্তের জন্যে আনন্দ দাও
সেটুকু ছড়িয়ে পড়ুক শিকড়ে শিকড়ে হৃদয়ের শিরায় শিরায়
সমস্ত ছিন্ন গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে

সকাল

সকাল। কী প্রসন্ন কী অনির্বচনীয় কী সুন্দর
ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে আলো গড়িয়ে পড়ে চরাচরে
ঘুম ভাঙে, স্বপ্ন ভাঙে, স্বপ্ন গড়ে ওঠে নতুন
অফুরন্ত সম্ভাবনার অঙ্কুর মাথা তোলে শিকড় ছড়ায়
হারিয়ে যাওয়া শৈশব, হারিয়ে যাওয়া কৈশোর
কেঁদেও না ফিরে পাওয়া যৌবন—যা কিছু বিনষ্ট
সব যেন হাতের মুঠোয় থরথর করে কাঁপতে থাকে
প্রার্থনায় প্রপন্নার্তি ঃ হে প্রভাত, তুমি চলে যেও না
তুলে চলে যেও না—আমার সর্বস্বহারা সন্ধ্যা যেন
দ্রুত নেমে না আসে; তুমি থাকো তুমি থাকো
এই শান্তি এই নীল এই শিশির এই শীতলতা
আমাকে শিশুর মতো ঢেকে রাখুক—আমি শুয়ে থাকি
আমি জেগে থাকি তোমার কোলে হে জ্যোতির্ময়ী

দেখা হওয়ার কবিতা

আবার তোমার সঙ্গে দেখা হল; দেখা হল? ওকে
দেখা হওয়া বলে? তবু আমার তৃষিত চোখ তুমি
কয়েক বিন্দু জলে ভরে করে গেলে সাহারা প্রমাণ
প্রতিটি বালির মধ্যে অগ্নিময়, কৃষ্ণগন্ধময়—
আবার তোমাকে নিয়ে লিখতে হল পৌত্তলিক দিন।
কখনো কি একা নও? মন্দিরেও? কথাটি কখনো
বলাই হবে না? শুধু ভালো আছো? ভিড়ের ভিতরে
তারপর কিছু নেই—নীল নীল নীলের বিস্তার
আনন্দ তরঙ্গ ঃ আমি ধাক্কা খেতে খেতে
আনন্দমাতাল ঃ আমি টলোমলো পায়ে
ফিরেছি ঃ কোথায়? আর ফেরা নেই যাওয়া আসা নেই?
আবার আবার যদি দেখা হয় অনন্ত সময়!

দোলের কবিতা

একমাস আগে একদিন দেখা হয়েছিল
একটি কবিতায় তার ভার অর্পণ করেছিলাম
আজ দোল
সমস্ত আকাশ ধরিত্রী জ্যোৎস্নায় কী উদ্বেল
তুমি কি আবির ছড়িয়েছ আজ পলাশে পলাশে
বিকেলের মেঘে মেঘে
আমার ঘুমিয়ে পড়া মনের একান্ত কোণে!
আজ সারাদিন থেকে থেকে
তোমার চোখের কথা ভেবেছি
সেই শান্ত অচঞ্চল স্থির গভীর দৃষ্টি
কী ছিল তাতে? আমি পড়তে পারিনি
কী ছিল তাতে? আমি বুঝতে পারিনি
শুধু প্রহত প্রতিহত হতে হতে
ছড়িয়ে গিয়েছি গড়িয়ে গিয়েছি কতোদিন
সে কথা থাক
আজ দোল পূর্ণিমা
তুমি আমার চিদাকাশে আনন্দ-আলোর তরঙ্গে
সারারাত জেগে থাকো।

সন্ধ্যার কবিতা

আর আমার কিছু নেই, কেঁদুয়াডিহির সেই মাঠ
সেই সন্ধ্যা লোকপুর গোবিন্দনগর রেলব্রীজ
দুপুরবেলার হাওয়া ঝরে পড়া পাতার ভিতর
হেঁটে যাওয়া হেঁটে যাওয়া হেঁটে হেঁটে যাওয়া
আজ আর আমার বলে কিছু নেই তোমাকে দেবার।
তাই একা ফিরে যাওয়া তাই এত একা ফিরে যাওয়া
কোথায় জানি না আজও, তুমি কেন কষ্ট পাও বৃথা
কিছুতেই ওই হাত ধরা যাবে না ওই ওষ্ঠ ছোঁয়াও এখন
তুমি কেন চেয়ে থাকো আমাকে এভাবে কষ্ট দাও!
সর্বস্বহারানো সন্ধ্যা স্তব্ধ দেখ আমার নদীতে
চিবুকে শিশির বিন্দু শাদা বালি ছিন্নভিন্ন হাড়

শরীর গিয়েছে, মনও, আমার যা আছে আজ তার
সবটুকু অধিকার তোমার? তাহলে এসো এসো
অনন্ত প্রতীক্ষা ছিঁড়ে মনোহীন শরীরবিহীন।

তার জন্যে

আমাকে কী মনে পড়ে? কষ্ট হয়? কাঁদো?
এর নাম ভালবাসা। তুমি এই ভালবাসা রাখো
বুকের গভীরে যত্নে : একদিন সে এলে পরাবে
তোমার গুঞ্জার মালা—তাকে দেবে সর্বস্ব তোমার
সে আছে অপেক্ষা করে—তুমি নষ্ট করো না এভাবে
এ বড় দুর্লভ বস্তু : আমি আজও খুঁজে খুঁজে ফিরি
অনন্ত জন্মের জলে মৃত্তিকায় আকাশে পাথরে
তাকে দেব বলে : তুমি কষ্ট করে জেগে থাকো আজ।

ছুটি

আজ মেঘলা দিনে এই বিপথগামীতা শুষে নাও
আজ ব্যক্তিগত দুর্বলতাটুকু থাক বাইরে জলে
আজ আমার ছুটি। তুমি আসতে পারো। না এলেও আমি
স্মৃতি বিস্মৃতির ছায়া ছড়াব নিজের খুশি মতো।
কতোদিন দেখা হয় না কতোদিন কথা হয় না আর
জানি না কেমন আছো, কোথায় ফোটাও দৃষ্টিসম্পাতে এখন
হৃদয় কুসুম কার, কাকে হাতে ধরে নিয়ে যাও
অন্ধকার মুহূর্তের অন্তিম কিনারে হেঁটে হেঁটে
আজ মেঘলা দিনে এই দুচোখের শুভ্র পিপাসার
আলোটুকু ঝরে যাক যৎসামান্য দৃষ্টিতে বৃষ্টিতে
শিরা স্নায়ুতে রক্তে ঝুঁকে থাক চুম্বনের ছলে
তোমার স্মৃতির পট পটের প্রান্তরে প্রিয় ভুল
ভুলের ভিতরে জল জলভার আমার এ বিবশ শরীরে
আজ মেঘলা দিন আজ মন খারাপ আজ আমার ছুটি।

মণিকর্ণিকা

তাহলে এখানে আজ শেষ করো ঃ দুজনে দুদিকে
চলো যাই। এখন না দিন রাত। এখন তাহলে
মহান মাহেন্দ্রযোগ। বহুদিন মৌনী অমাবস্যাই দেখিনি
মণিকর্ণিকায়। আজ শেষ হোক। শুরু হোক। চলো।
শুধু কি আমারই দোষ? শুধু কি আমারই? শুধু—? তবে
কেন ও চোখের তলে টেনে নিয়েছিলে সত্তা রোজ
দুরন্ত দুপুর বেলা শুষে নিয়েছিল সত্তা রোজ
নিঃস্ব নীল করে উৎসে নিয়ে গিয়েছিলে একা একা!
মণিকর্ণিকায় সন্ধ্যা অমাবস্যা কালো জল। যাই।

মাটির প্রতিমা

তোমাকে উপেক্ষা করে যেতে কই পেরেছি এখনো
ডেকেছে ক্লাশের বাইরে আদিগন্ত ছুঁয়ে থাকা নীল
ধূসর পাহাড় শীর্ষে ঝুঁকে থাকা বৃষ্টিভারাতুর
শাদা মেঘ ঝাঁপ দেওয়া সোনালী জরির মতো রোদ
স্তবকে স্তবকে লাল মোরগঝুঁটির গ্রীবা ঢেউ
প্রতিরূপী বস্তুবাদ সৌত্রান্ত্রিক বৈভাষিক নোটস
লিখতে লিখতে ডেকে নিয়ে চলে গেছ তুমি
মনে পড়ে? বাইরে দুটি দেবদারু বাইরে শুধু হাওয়া?
ভেতরে অজস্র মেঘ বৃষ্টি ও বিদ্যুৎ জলে গলে যাওয়া মুখ
মাটির প্রতিমা? তুমি মাটির? একান্ত শারদীয়া!

একটি কবিতা

আর দেখা হবে বলে মনে হয় না। একটি চিঠির
মুখস্থ সমস্ত শব্দ স্তব্ধ হয়ে জেগে থাকে শুধু।
আমার সাহস কম। তবু 'কথামৃত'-এ ভর করে
কীভাবে যে গেছি! আজ ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে। যাক
ঠাকুরের কৃপা বলে বেঁচে গেছি। তবু খুঁজি ছুতো
একবার একা একা দেখা পেতে—না লেখা চিঠিটি
হাতে হাতে দিতে আর শোনাতে তোমাকে
পৃথিবীর বহুদিন আগেকার আধুনিক একটি কবিতা।

জগদম্বা আশ্রম

একুশে এপ্রিল দুহাজার এক
বাঁকুড়ার প্রবাদপ্রতিম গ্রীষ্মের একটি প্রাকদুপুর
কোয়ালপাড়া রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম
মায়ের জগদম্বা আশ্রম
তার পাশে একটি ছোট্ট ঘর
প্রায়ান্ধকার
পাশ দিয়ে হেটে যেতে যেতে
কেউ যেন ডাকলেন
এক বৃদ্ধা।
না, দেখতে ঐ রকম, কিন্তু প্রায়বৃদ্ধ
একটি অনাড়ম্বর ঘরে
বিছানায় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে
বসে আছেন
দুটি চোখে এসো এসো করুণমিনতি
শিবুদা।
মায়ের কথায়
সেই নিভৃত নির্জনতা বেজে উঠল এক আশ্চর্য রাগিনীতে
সমস্ত মর্মর, পাখির কূজন, উদার আলোক, নিবিড় ছায়া
কেঁপে কেঁপে উঠল
দেখালেন
মা এমনি এক গ্রীষ্মের দুপুরে মাটির দাওয়ায় বসে আছেন
ঠাকুর এলেন
ক্লান্ত ঘেমে নেয়ে একাকার
বসতে দেবার আসন নেই
মা তাঁর আঁচলখানি বিছিয়ে দিলেন ...
এই সেই দাওয়া
এই সেই কুটির
মায়ের সন্ন্যাসীছেলেরা নিজে হাতে মাটি দিয়ে
তৈরী করেছেন।

কোয়ালপাড়া, একুশে এপ্রিল '১

সকাল গড়িয়ে মিশতে চাইছে দুপুরের সঙ্গে
চারিদিক কী নির্জন
ছায়াগাছগুলি কী ধ্যানমগ্ন
আকাশ কী বিপুল নির্মল নিবিড়
পাখির কূজন, মৃদু মর্মর, উদার আলোক
যেন চেতনাকে মেলে দিতে চাইছে অনন্তে

এই সেই কুটির
এই সেই দাওয়া
এখানেই মা আঁচল বিছিয়ে বসতে দিলেন
ঘেমে নেয়ে ক্লান্ত হয়ে আসা ঠাকুরকে
এই সেই ...

শিবুদা বলে চলেছেন

সহসা দরজা আলো করে
মা আমার বলে উঠলেন, বাবা খিদে পেয়েছে, না?

চর্ব্য চোষ্য খাওয়া হচ্ছে
মা খাওয়াচ্ছেন
খস খস করে উঠছে মায়ের শাড়ী
ম ম করে করে উঠছে মায়ের ভেজা চুলের গন্ধ
পরিশ্রমে গলে গিয়েছে ললাটের টিপ
পরমান্নের বাটিতে বেজে উঠছে কঙ্কনের বীণা

আহা কতো বেলা হলো
সমস্ত কাব্য সঙ্গীত ম্লান করে ঝঙ্কার তুললো মায়ের কণ্ঠ

শ্যামল মহারাজ বললেন পেট ভরে খেয়েছো তো
মা, আমার আবার খিদে পেয়েছে খুব ...।
সন্ধ্যার প্রার্থনা পূজা আরতি হচ্ছে
ধূপ ধুনো গুগলের সুগন্ধে আমোদিত আশ্রম
সামনে বসে আছেন উজ্জ্বল সন্ন্যাসীবৃন্দ
পিছনে ভক্তগণ

মা হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে দেখছেন
মায়ের গায়ের গন্ধে আমোদিত আকাশ বাতাস
আনন্দিত জয়রামবাটি।

প্রার্থনা সঙ্গীত তখন নিবিড়তম আকুতিতে উদ্বেল
মন্দিরের সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াল সে
মলিন পোশাক আশাক
রুক্ষ চুল ধুলো মাখা পা
কাঁধে ফিরি করার ভারি ব্যাগ
সজল দুচোখে করজোড়ে
মায়ের মুখে তাকিয়ে রইল তাকিয়ে রইল সে
তারপর সিঁড়িতে সবার পিছনে জুতোময় স্থানে
মাকে প্রণাম করল।

ফিরলে বাবা? বিক্রিবাটা হয়েছে তো?
সস্নেহে দুহাতে তুলে
মা মহার্ঘ বেনারসীর আঁচলে
মুখ মুছিয়ে দিলে তার

নিখিল জননীর অনিমেষ জাগ্রত দৃষ্টি সম্পাতে
কেঁপে উঠল জ্যোতির্ময়ী জয়রামবাটি।

আমার সমস্ত দিন

আমার সমস্ত দিন আবার পথেই কেটে যায়
আমার সমস্ত রাত আবার বৃষ্টির মধ্যে কাটে।

ওরই মধ্যে কোনোদিন অসমাপ্ত অর্ধেক স্তবক
ফুটে ওঠে সকাতর অনুনয়ে অঞ্জলির মতো।

মনে আছে? মনে নেই। শাদা। সব শাদা। শুধু ছাই
হাওয়ায় হাওয়ায় ঘুরে, ছলাৎছল খোলা গঙ্গাজল।

শুধু হাতে ফিরে যাব! খালি হাতে? এতদূর এসে?
মেলেনি কিছুই—; তুমি শালুমোড়া মিশরের মমি।

আমার জীবন শেষ; আমার মৃত্যুও শেষ; আর
পৃথিবীতে আসবো না; তাকে ছাড়া ভালবাসা ছাড়া।

দেখাটুকু

শেষবার দেখাটুকু মনে আছে। সে আমার ধ্যান।
প্রথম দেখা তো রোজ ছিঁড়ে নেয় স্নায়ুতন্ত্র জাল।
মাঝে আর কতটুকু; মনে আছে। ভুলিনি কিছুই।
চোখের শুশ্রূষাহীন প্রতিদিন—কেটে যায় অনন্ত দুপুর
ফেটে যায় জলধারা কোনোখানে খুলে দিয়ে যায়
কোথাও পাথরমুখ ঃ আর দিনরাত অবিরল
ভেসে যায় পৃথিবীর কোলাহল পৃথিবীর জটিল চিৎকার—
মনে পড়ে। মনে পড়ে। মনে পড়ে। ভুলিনি তোমাকে।

গিয়ে দেখব

গিয়ে দেখব সারারাত ভিজেছে দাঁড়িয়ে দেবদারু
হু হু জানালায় ঝাপসা জলছবির স্থির শুশুনিয়া
জলে ভেসে গেছে সব—; সবই কি? সবই তো আছে ঠিক
শুধু দুটি চোখ ছাড়া শুধু দুটি জলমগ্ন ব্যাকুলতা ছাড়া
এর চেয়ে বেশি আর কী বলার আছে প্রৌঢ় দিন
চিরকাল একা, তাই পথের দুপ্রান্ত আজও ডাকে
মেধা বিক্রি করে এক ফিরিওলা দুপুরের তীব্রতম বাঁকে
বিকেলের ঘূর্ণী স্রোতে—; তাকে খেতে দেবে দুটি চোখ
অমোঘ শুশ্রূষা দেবে; কেন? তার ঋণ ছিল নাকি?
শোধ করে চলে গেছে ক্লাশে ফেলে দৃষ্টির সম্পাত।
গিয়ে দেখব পথে পথে পড়ে আছে প্রকীর্ণ পালক
এক একটি সর্বস্বহারা অন্তহীন বিদীর্ণ দুপুর
দেবদারুর পাতা বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে বিন্দু বিন্দু জল
আর তার হাহাকার জানালায় জানালায় দীর্ঘ জানালায়
আর—আর কিছু আমি দেখবো না, চোখ বন্ধ করে
চোখ বন্ধ করে ভেজা পাতার ভিতরে তার চোখে
মুহূর্তে মুহূর্তে শুষে নেব অবিরল নীল সে ব্রহ্মকমল।

যখন তুমুল বৃষ্টি

যখন তুমুল বৃষ্টি ভোররাতে, তুমি ঘুম ভেঙে জানালায়
নিচু হয়ে ঝুঁকে থাকা মেঘ ছুঁয়ে চেয়েছিলে কাকে ও মুঠোতে
ঘুমন্ত সংসার নীচে, ঝরে জল ঝরকে ঝরকে যেন ফেটেছে আকাশ
যেন ভাসাবার টান ধমনীতে দশদিকে দিশেহারা মেঘ
তুমি কি অকুতোভয়ে ছুঁয়েছিলে ঘুম ভেঙে গূঢ় গিরিখাত
তুমি কি বাড়িয়েছিলে ভেজা হাত ঝুলে থাকা তাকে তুলে নিতে
অপঘাত থেকে অত ভোররাতে?
এখন সকাল। মুছে গেছে
সব। ছেঁড়া পাতা ভাঙা ডাল উস্কোখুস্কো বুনো মাথা ঝাউ
শিয়রের কাছে বই খোলা পাতা কবিতার দুমড়ানো কাগজ
কাগজে অক্ষরগুলি, অনুক্ত সংলাপ।
তুমি ভালো আছো? তুমি
ভালো আছো? আমি শুধু এইটুকু ছাড়া পথে আর
কিছু কি তোমাকে বলব ওই ভিড়ে ওই কোলাহলে?
তুমিও কি ওই সুধাদৃষ্টি ছাড়া কিছু দেবে ধুলোতে বালিতে?
আমাদের দেখা হবে গিরিখাতে প্রলয় পয়োধী ঘন রাতে
আমাদের দেখা হবে দৃশ্যহীন স্পর্শহীন লোকচক্ষুীন
আমাদের দেখা হবে আবার আরম্ভে অবসানে
আলো অন্ধকারহীন দিবারাত্রিহীন এক অনির্বচনীয়
কথা হবে কথা হবে কথা হবে শুধু জমে থাকো সব কথাগুলি হবে
চুম্বনে চুম্বনে বদ্ধ ওষ্ঠপুটে দুচোখের আকাশে আকাশ

ধ্যানে

সেদিনও আনত মুখ একবার তুলেছিলে আমার এ মুখে
শুষে নিয়েছিলে সব; আমি নীল ডানার শিকড়ে
অনুভব করে ধ্যানে ডুবে গেছি—আজও কাঁপে দেহ
যমুনা কিনারে স্থির তমালের ডালে পৌরাণিকা
প্রতিমা আমার, আমি কোনোমতে এই অন্ধব্যূহ
ভেঙে যেতে পারি না যে, তুমি ভাঙো চোখের ইঙ্গিতে।

আমাকে লিখতে হলো

ঠিক একবছর পরে দেখা হলো। ভাবতেই পারিনি।
এখনো বিশ্বাস করতে বিহ্বলতা; তুমি এসেছিলে।
তবু এর চেয়ে সত্যি কিছু নেই; তুমি এসেছিলে।
সমস্ত পৃথিবী আজ টালমাটাল; তুমি এসেছিলে।
কতক্ষণ কাছে ছিলে, কী কী কথা হলো, যেতে যেতে
আবার একবার ডেকে কী বলেছি—কিছু মনে নেই।
মনে রাখবার কিছু প্রয়োজনও নেই; শুধু, তুমি এসেছিলে
এটুকু আমাকে আজ লিখতে হলো, লিখে রাখতে হলো!
লিখিনি। অনেক নীল মুহূর্ত এসেছে সকরুণ
লিখিনি। লিখেছি? বলো কোদাইকানাল?
পণ্ডিচেরীর তীব্র সমুদ্র? গ্রীষ্মের ছুটি? বড়দিন? বলো?
আজ তুমি ভেঙে দিয়ে অবরোধ দেবদারু দুটিকে
আবার আমাকে ছায়া দিতে বলে চলে গেলে একা
আর আমাকে লিখতে হলো একবার সব লিখতে হলো।

তুমি থাকো

তোমার সমস্ত থাক; শুধু দাও ও দুটি চোখের
জলস্পর্শ। বহুদিন স্থানহীন আহ্নিকবিহীন—
দুপুরের রোদে রোদে দিগন্তে দিগন্তে দেহে ক্ষত
ব্রতহীন; অকারণ; তোমার অনন্ত থাক; শুধু
জলস্পর্শটুকু দাও একবার—আর একবার, শেষবার
স্পর্শাতীত তুমি থাকো অন্তর্গত রক্তের ভিতরে।

অন্তিম চূড়ায়

এর কোনো মানে নেই—তবু এর অস্তিত্বশিখর
আমাদের ডেকে নেয়—আমাদের মানবিক ভয়
আমাদের দুর্বলতা ব্যূহ করে ঢেকে রাখে সব
কতকাল ঢেকে রাখে—লাল দুটি ছোট ছোট হাতে
তোমাকে আমাকে ডাকে একবার অন্তিম চূড়ায় উঠে যেতে।

হেঁটে যাও

আমার বাড়ির সামনে দিয়ে রোজ হেঁটে হেঁটে যাও
আমার বাড়ির সামনে দিয়ে রোজ হেঁটে হেঁটে ফেরো
কখনো দেখি না তবু কখনো দেখি না তবু আজও।

আমার পথের মধ্যে পথ করে নিয়েছো নীরবে
আমার পথের মধ্যে পথ করে দিয়েছো নীরবে
অথচ কী ধূ ধূ শাদা দেখাশোনাহীন—

তোমার চোখের মতো

রোজ লিখতে ইচ্ছে করে, লিখে রাখতে, তবুও লিখি না।
স্তব বড় ছোট করে। স্তুতি বড় ছোট করে। অনির্বচনীয়।
প্রকাশের ব্যাকুলতা, আমাকে গোপন করো তুমি
আকাশের স্তব্ধতায় আলোর ও অন্তর্নিহিত দৃশ্যহীনতায় আজ
আমাকে নীরব করো তোমার চোখের মতো চোখের ভাষার মতো আহা।

একটি দুপুর

সপ্তাহে দুদিন আসো হেঁটে যাও আমার বাড়ির সামনে দিয়ে।
আমি কি দাঁড়িয়ে থাকবো ও দুদিন আমি কি তাকিয়ে থাকব বলো?
লুব্ধ লোকচক্ষু পড়বে হুমড়ি খেয়ে। তারচে একা একা
চলে এসো, খুশী হবো, সারা বাড়ি ভরে উঠবে সুগন্ধে তোমার
কথা বলবো, কথা বলবো, বলবো না না হয়, চোখে চোখে
চেয়ে থাকব কিছুক্ষণ নির্নিমেষ স্তব্ধ করে একটি দুপুর।

ঋণ

দেখা হবে। দেখা হবে। আবার তোমার সঙ্গে ঠিক।
তোমাকে ছুঁতে না পারা দিনগুলি শোধ করে দেবে
সমস্ত বকেয়া ঋণ। আজ বৃষ্টি পড়ুক অথৈ।
আজ ঝোড়ো হাওয়া ছিঁড়ে নিয়ে যাক প্রান্তরের তাঁবু।

সত্তা

তুমি চলে যাবে। যাও। প্রকৃতিস্থ প্রকৃতি আমাকে
নেবে প্রসারিত হাতে। আমি তার অন্তর্নিহিত
যা কিছু গ্রহণ করবো। তবু কষ্ট বুকের ভিতরে
তুমি যাবে তুমি যাবে তুমি আর এখানে থাকবে না
মেঘ আর মেঘ আর কুয়াশা আবৃত করে দেবে
তোমার প্রতিমা ঃ তুমি মুখ লুকোবে আমার সত্তায়।

কাল হেঁটে যেতে যেতে ভেবেছি কোথাও যদি তুমি
দাঁড়িয়ে রয়েছ, যদি যদি যাও আবৃত্তিসভায়
যদি কোনো জানালায় বসে আছ, যদি কোনোখানে
দেখা হয় আবার একবার যদি শুধুমাত্র চোখে চোখ রাখো
শুধু চোখে চোখ মাত্র—ভাবতে ভাবতে বাস এসে যায়।

ঘরে ফিরে

আমার বাড়ির কাছে হেঁটে যাও ছড়িয়ে দুপুর
জড়িয়ে বিকেলবেলা ঃ ঘরে ফিরে দেখি
তোমাকে, তোমার গন্ধ শব্দ স্পর্শ, আমি
অন্ধকার বারান্দায় ছুঁয়ে দেখি মধুর বিষাদ।
আর বহুদিন পরে লিখি দুটি চোখের সজল
পবিত্রতা। লিখি দুটি হাতের সজল
নির্ভরতা। লিখি দুটি পায়ের পাতার
অসামান্য ধ্বনি তীব্র অনাহত মধুর গম্ভীর।
আর চরাচর লুপ্ত হলে দেখি দাঁড়িয়ে রয়েছ
স্পর্শাতীত খুব কাছে, নিচু হয়ে প্রণামের ছলে
ছুঁয়ে দিচ্ছ হৃদয়ের শিরা উপশিরা রক্তস্রোত—
তোমার নিঃশ্বাস পড়ছে, বিশ্বাস-বিহ্বল
আমার মুখের স্বেদ মুছে দিচ্ছ, আমি
চোখের জলের স্রোতে ভেসে যেতে যেতে
তোমার অমোঘ হাত কোনোমতে ধরতে পারি না।

আজন্ম গোধূলি

আজন্ম গোধূলি; তুমি কিছু ভুল করোনি কখনো।
এরকমই—হাঁটু জল পথে ধুলো বাঁক ভাঙাচোরা
ভয় ছায়া ছতিছন্ন শুকনো পাতা তবু বালুনদী।
তুমি ভুল করোনি যে, সে তোমার সুন্দর তোমারই।
আমি বাড়ি ফিরে যাই, তুমি এসো, দেখা হবে আরও
অথবা হবে না, তাতে ক্ষতি নেই, অন্ধকার নেমে আসছে দ্রুত
বিকেলের পথে পথে দেখা ঝাপসা হয়ে আসছে ছায়া
হাতের মুঠোয় রাখা খড়কুটো ঝরে পড়ছে দেখ
রূপ রসগন্ধহীন শব্দস্পর্শহীন এক দেহ
তোমার সমস্ত সত্তা শুষে নিতে প্রসারিত হাতে
আশ্চর্য রাত্রির জলে ঃ সন্ন্যাসিনী কাঁসাইয়ের জলে।

লুকোনো সমস্ত তারা

যেখানে দাঁড়িয়েছিলে আমি রোজ তার শূন্যতলে
চেয়ে থাকি চোখে জল ভরে আসে ঝরে পড়ে ছায়া
সিঁড়ির পাশের দেবদারুটির, বৃষ্টি নামে কখনো কখনো
রোদের পায়ের ওম বুকে ভরে মাটি শুষে নেয়
আমার বিষণ্ণবেলা আমার আনন্দনীল বেলা।
যেখানে দাঁড়িয়েছিলে নিচু হয়ে নেমে আসে রোজ
দুজনের যাবতীয় ভয়ে নীল নিবিড় আকাশ
লুকোনো সমস্ত তারা বুকে করে সারাটা দুপুর
হৃদয় শিরায় বাজে মৃত্যুর নূপুর।

কিছুই হয়নি

কোথাও কিছুই হয়নি, তবু দুপুরের রোদ্দুরের
চঞ্চল নূপুর, স্তব্ধ দেবদারুর পাতারা মুখর
সেগুনের ফুল ঝরছে বৃষ্টি ঝরছে এলোমেলো হাওয়া
নীল শুশুনিয়া থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়া জলস্রোত
স্রোতের জলের বিন্দু ছুঁয়ে যাচ্ছে এ মুখমণ্ডল

কোথাও কিছুই হয়নি; কিছু হয়নি? কিছুই হয়নি তো!

আলোছায়া

এদিকে এদিকে ব'লে ডেকে উঠি বাসের জানলায়
লেভেল ক্রসিংয়ে দ্রুত অপসৃয়মান দুপুরের
রোদ্দুরের ঘনতলে সিঁড়িতে নির্জন করিডোরে
আলোতে ছায়াতে আমি জেগে উঠি স্বপ্নের ভিতরে
চকিতে মায়াবী লুব্ধ প্রেতায়িত রাত্রির সাঁকোয়
আর দেখি অন্য কেউ অন্য কারা ভ্রূকুটি কুটিল
তাকিয়ে রয়েছে—ফিরি ঘুম ভেঙে একাকী দাঁড়াই
স্তব্ধ আকাশের তলে তারাভরা আকাশের তলে।
তোমার হাসির মতো জ্যোৎস্না তার আলো আর ছায়া।

সায়াহ্ন

কাকে? ও মেয়েকে? আচ্ছা ডেকে দিচ্ছি; হাওয়া
ফেরেনা কখনো আর।
ব'লে দিচ্ছি ব'লে বৃষ্টি
আকাশে মিলায়।
মেয়েটি তো? দ্রুত ঊর্ধশ্বাসে ধাবমান
পাখিটিও ফেরেনা। তাহলে?
হে শুক্লা দ্বিতীয়া রাত্রি, সপ্তর্ষি রেখায় কেন জ্বলে
সায়ন্তন এমন বিষাদ!
বলো বড়ো বেশি শান্ত দেবদারু
দেখা কি হবে না আর?
দেখা কি হবে না আর?
দেখা কি হবে না আর?
কোনোদিন এই ছায়াতলে?
শুধু তো চোখের দেখা শুধু তো চোখের ছোঁয়া
শুধু তো চোখের
জলের ওপরে স্থির ভাসমান
ভেজা ভেজা মুখ
ও পদ্ম, তোমার মতো, গন্ধ যার
কাঁপে সহস্রার
ঝাঁপ দেয় লক্ষ লক্ষ আতুর তারার মোহ
আত্মঘাতকামী!

পণ্ডিচেরীর সমুদ্র

আজকে হঠাৎ বুকের মধ্যে লাফিয়ে উঠছে ছলাৎছল
পণ্ডিচেরীর সমুদ্র
আজকে হঠাৎ চোখের মধ্যে উথালপাথাল ব্যাকুল জল
পণ্ডিচেরীর সমুদ্র
যেন কিছুই নষ্ট হয়নি ঝাপসা হয়নি, মুঠোয় সব
পণ্ডিচেরীর সমুদ্র
বিপজ্জনক চুম্বনে নীল আকাশ ও তার হাজার তারা
পণ্ডিচেরীর সমুদ্র
দেবদারুটির তলায় এসে যেই মেয়েটি দাঁড়াল আজ
পণ্ডিচেরীর সমুদ্র।

গল্পের ভিতরে

একটা জীবন, মানে পঁচিশ বছর, প্রতিদিন
একই রাস্তা একই ঘণ্টা ব্ল্যাকবোর্ড চকখড়ি
সৌত্রান্ত্রিক বৈভাষিক
দূরে বাইরে নদী
নদীর বালির চিতা পাহাড়ের শ্বাপদ সঙ্কুল
সিঁথিপথ স্মৃতিপথ প্রাগৈতিহাসিক তেপান্তর
ইস্পাতের রেল তীব্র রোদ্দুরে ঝলসায় মৃত্যুমুখী
আদিম কুহক অন্ধ মৃত কূপ অতীন্দ্রিয় ভয়
একটা জীবন, মানে পঁচিশ বছর, গাঢ় ঘুম
সর্পিল গভীর শান্ত গূঢ় হিম নীল শব্দহীন
শুধু সমাপ্তির রেখা মুছে দেয় রক্তাক্ত গোধূলি
একটা জীবনের গল্প শেষ হয় ঃ শুরুও কি?
দুটি চোখে মুছে নেয় সব
ক্লান্তি ভয় পরাজয় বিন্দু বিন্দু মুহূর্তের ঘাম
শুষে নেয় প্রত্যহের তুচ্ছ গ্লানি অলঙ্ঘ্য বিষাদ
পদ্মের মতন দুটি ভাসমান চোখের ভিতরে
আবার আমার সত্তা জেগে ওঠে তীব্র অবিরল

জাল

জড়িয়ে ধরেছ দুটি চোখ দিয়ে আমি আর ছাড়াতে পারি না
এক একটি গল্পের রেখা এরকমই লোকায়ত অথচ অলীক
সত্তার সর্বস্বহারা মাথা নিচু মুখ তুলে স্তব্ধ চেয়ে থাকি
ছায়ার পিছনে ছায়া জন্মের পিছনে মৃত্যু যেন
ছড়িয়ে রেখেছ কালো এলোচুল আমি আর তাকাতে পারি না
বহু আলপথ ভেঙে সিঁথিপথ ভেঙে এইখানে
দাঁড়িয়েছিলাম, ঠিক চলে যাব, তুমি ছুঁয়ে দিলে
এমন পবিত্র হাতে যে আমার হৃদয়ের শিরা
ছিঁড়ে গিয়ে রক্তলাল তমস্বিনী ব্যাকুল গোধূলি

আজও আমি পৌত্তলিক আজও বিসর্জনে কান্না আসে
যেও না রজনী বলে রাতের আবৃত্তি ঝরে যায়
বিন্দু বিন্দু জলকণা হাতে মুখে মুছে নিতে নিতে
তীরের তারার কাছে আত্মঘাতী তারাদের কাছে
প্রণতিমুদ্রায় রাখি কয়েকটি দিনের উপাসনা

তুমি তা জানো না তুমি জড়িয়ে ছড়িয়ে চলে যাও
আর আমার অন্ধকার পুণ্যশ্লোক অন্ধকার-মুখে
একটু একটু আলো ফোটে ঝুঁকে থাকা চতুর কিনারে
লুকোনো পিপাসা হাতে তুলে ধরে অমৃত-গরল

তারপর? সেই জাল টানা দেখি আদি অন্তহীন
দুটি প্রান্ত ঃ বাঁকুড়া ও ঝাঁটিপাহাড়ীতে দুটি হাতে!

জন্মমৃত্যু

এমন নিষিদ্ধ গল্প এমন সর্বস্বহারা দিন
আমরা দুজনে বুকে তুলে রাখছি সযত্নে গোপনে
কেউ চাই পথে এলে তার হাতে তুলে দেব বলে
জটিল গমনপথে তার রাখছি মুহূর্তগুলিকে
স্নানের পানের জন্যে ঃ আমরা যাই সতর্ক পা ফেলে।
এমন কাহিনীহীন গল্প বড় বেদনার সজল সুন্দর
অঙ্গহীন আলিঙ্গনে এরকম তীব্র সংবেদন
বড় বেশি অন্ধকার ঃ আমরা চলো পায়ে পায়ে যাই
আর একটি মৃত্যুর কাছে কিশোরজন্মের জন্যে চলো।

প'ড়ে থাক

আবার এলেই যদি ছুঁয়ে যাও ও-হাতে আমাকে
বাজাও আঙুলে ছুঁয়ে সর্বনাশ প্রতিভাআগুন
ছুঁয়ে থাক সারাদিন সারারাত সমস্ত জীবন
চিরজাগরুক তীব্র সংবেদনে রক্তক্ষতব্রতে
চেয়ে থাকো অবিরল চেয়ে থাকো অবিরল আর
সরিয়ে নিও না চোখ ওই দুটি চোখের আকাশ
সুদূর সুদূর নীলে অন্ধকারে বিন্দু বিন্দু তারা
আবার এলেই যদি ভ'রে থাকো তৃষিত অঞ্জলি
পথে পথে পড়ে থাক জন্মের মৃত্যুর হাহাকার

জলে

তোমাকে বলেছি, এসো একদিন আমাদের বাড়ি।
তুমি তো এ পথে যাও আসো, তবেঃ দেখ আমি রোজ
দরজা জানালা খুলে চেয়ে থাকি, শালোয়ার শাড়ি
গেটে চোখে পড়ে গেলে ছুটে গিয়ে নিয়ে আসি খোঁজ

সাবান-বালিকা হেসে এসে বলে মুখস্থ, তখন
কোথায় আমার মন, বিষাদে ব্যাকুল, বলো কবে
এটুকু শহরে কিংবা তোমাদের গ্রামের মতন
সোনার ধুলোর পথে আমাদের শুধু দেখা হবে!

শুধু দেখা, সেকি কম, লেখা থাকবে নাম
বিকেলের রোদ্দুরের তুলি দিয়ে পথের কিনারে
তোমার ও নাম ঃ পায়ে লেগে থাকবে একটি প্রণাম
শেষ বিকেলের জলে বারান্দার ধারে।

আমার সাহস কম, তোমার সমস্ত ভয় জানি
অনন্ত মুহূর্তগুলি পড়ে আছে আজও ছায়াতলে
সাক্ষী দুটি দেবদারু পাতায় পাতায় কানাকানি
এসো না, এসো না। এই ভালো। সব ভেসে যাক জলে।

তথাগত ফুল

ভেবেছি তোমাকে ফিরিয়েই দেব কেবলই, তোমারই পথে
কেননা আমার দ্বিধাবিভক্ত ঘরে আছে সংহিতা
জলে ঝড়ে আমি বেঁচে আছি সে তো কোনোমতে কোনোমতে
লুকোনো থাকুক ক'টি এই তথাকথিতই অকবিতা।

ভেবেছি তোমাকে আহুতিই দেবো কোনো কিশোরের কাছে
সেই হবে ঠিক আমার যজ্ঞ—তা'পরে বিরজাহোম
দেখেছো কেমন, ও রক্তমুখী আনত জবার গাছে
ফুটেছে একটি তথাগত ফুল প্রথম—এই প্রথম।

তারা হয়ে

যদি এ বিকেল তুমি ভ'রে দাও মেঘের মালায়
ঝ'রে যাও বৃষ্টি হয়ে, উথাল পাথাল ভেজা হাওয়া
মন খারাপের হাওয়া যদি দেবদারুকে কাঁদায়
তাহলে আমার খুব কষ্ট হবে খুব কষ্ট হবে।

তোমাদের গ্রামে আর কোনোদিন যদি না কখনো
এরকম বিকেলের আলো আর না ফোটে তাহলে?
যদি আর তোমাকে না ছুঁয়ে থাকে এই ভীরু মনও
তাহলে, তোমার কোনো কষ্ট হবে? হবে না হবে না?

কী হবে না হবে ভেবে দেখ এ বিকেলও শেষ হলো
বিষণ্ণ সন্ধ্যার তারা হয়ে জ্বলো নীলাকাশে জ্বলো।

জলের অপার সিঁড়ি

আর শুধু ক'টি দিন—তারপর ভুলে যেতে যেতে
কোথায় যে চ'লে যাবে ভীরু মেয়ে পা ফেলে পা ফেলে
জলের সিঁড়িতে আমি নেমে যাবো একা একা যাতে
তোমার স্মৃতির সাঁকো বেয়ে কিছু না আসে কখনো
ভালবাসা এরকমই ঃ জলের অপার সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাওয়া।

তোমার নূপুরগুলি

তোমার ঠোঁটের দাগ ঝরে যায় আহত দুচোখে
কাঁপে তীব্র কোজাগর নিঃসঙ্গ নিশীথে বহুদূরে
ব্যাকুল তরঙ্গমালা সারারাত সৈকত ভেজায়
বাউল বাতাস এসে বাজায় একতারা ঝাউবনে

কীভাবে সকাল হয় কী করে দাঁড়াও এসে তুমি
জবাকুসুমসঙ্কাস জলের ওপরে আমি দেখি
তা থাক গভীর তলে, তুমি ওষ্ঠে অঞ্জলির জলে
আমাকে—আমাকে নাও শুষে নাও এমন চুড়োতে।

তোমার চোখের মধ্যে জন্মবীজ মৃত্যুবীজ, আমি
ক্রমশ ভেতরে তার চলে যাই—তুমি চেয়ে থাকো
ছায়াকিশোরের বুকে মুখে চোখে শুশ্রূষায় আর
স্পর্শাতীত দুটি হাতে শাদা হাতে ছুঁয়ে থাকো তার

অশান্ত হৃদয়। এই অনির্বচনীয় প্রহেলিকা
চরাচর মায়াজালে ঢেকে রাখে ঘুমন্ত অসাড়
আমার মৃত্যুর পায়ে আমার জন্মের পায়ে বাঁধো
খুব ঝুঁকে নিচু হয়ে তোমার নূপুরগুলি নিবিড় মায়াতে।

গল্প

বাতাসে রটেছে বার্তা ঃ প্রৌঢ় কবি উন্মাদ হয়েছে
কিশোরীকে ভালবেসে—কিশোরীও—দুজনের মুখে
গভীর গোপন ব্যথা মেঘমণ্ডলের মায়া ভয়
শব্দহীন স্তবমালা নিয়ে কাঁপে আকাশপ্রচ্ছদ

তবে আমি কেন যাবো আর ওই জলতলদেশে?
কবিকে কে ভালবাসে—? যে বাসে সে চুমুকে চুমুকে
পান করে হলাহল, আর তা মৃত্যুর হাত ধরে
আর এক জন্মের তীরে নিয়ে যায় বুকে ভরে গোপন অমৃত

সম্ভবত এই গল্প কাহিনীবিহীন এই বীজ
পড়ে গিয়ে থাকতে পারে তোমাদের আশ্রমের মাঠে

তাই শস্যশিহরিত জ্যোৎস্না রাতে পরাগ-সম্ভব
এত পাপড়ি খসে ছিল, কয়েকটি রেখেছি এনে আমি

দুঃখের কি শেষ আছে, ভালোবাসা শুধু দুঃখময়
বিশেষত পৌত্তলিক, তোমার প্রতিমা চেয়ে থাকে
কালের ভ্রূকুটি যেন, গঙ্গাযমুনার ঘোলা জল
কবির সমস্ত পাপ বুকে করে মোহনামুখী যে অন্ধকারে

দূরের দরজা খোলা দরজা আক্ষেপানুরাগস্মৃতি
পদ্মের পাতার গল্প ঝ'রে যায় জলবিন্দু জলে যথারীতি।

পদ্মপাতা

তাকিয়ে থেকেছি কতো অপলক নিবিড় নীরব
মনে পড়ে? দুপুরের রোদ্দুরের নূপুর যমুনা?
দেবদারুদের পাতা কী চঞ্চল সিঁড়ির ছায়াতে?
নেমে উঠে নেমে তুমি আমি কতো কাছাকাছি দূরে!

তখন বলিনি কিছু, কাছে ছিলে, আজ সব কথা
ব্যথাতুর, মেঘ হয়ে জলভারাতুর মেঘ হয়ে
ঝাঁটিপাহাড়িতে দেখ ঝুঁকে আছে নিচু হয়ে কতো!
যমুনা, তোমার জানালাতে রাতে নামে না আকাশ?

এখনো ঘণ্টার শব্দ ভারতীয় দর্শনের ক্লাশে
দুপুরের জানালায় হু হু হাওয়া পাঠায় পাহাড়
আদি অন্তহীন দূর প্রান্তরে গড়ায় ঝরা পাতা
আমার দুচোখে শুধু লেগে থাকে দুচোখের ছোঁয়া

কবেকার—যেন ঠিক মনে নেই—শুধু লেগে থাকে
কী নীরব সেই ছোঁয়া, সেই দুচোখের ছোঁয়াটুকু
জলের ফোঁটার মতো জীবনের পদ্মের পাতাতে
টলোমলো করে ওঠে অপেক্ষা অঞ্জলি মেলে ধরো।

সত্তা

যদি আজ তার সঙ্গে দেখা হয় তাই যাওয়া তাই ফিরে আসা
যদি আজ তার সঙ্গে দেখা হয় তাই বৃষ্টি তাই শীত নদী
যদি আজ তার সঙ্গে দেখা হয় তাই এই মৃত্যুর পিপাসা
যদি আজ তার সঙ্গে দেখা হয় আজ তার সঙ্গে যদি ...।

এখনো দুচোখে লেগে আছে তার দুচোখের জল আর ছায়া
এখনো দুহাতে লেগে আছে তার দুহাতের ছোঁয়া আর জল
এখনো শরীরে লেগে আছে তার শরীরের অলৌকিক মায়া
এখনো সত্তায় ওতপ্রোত তার সত্তা অবিরল।

মাঝখানে

হয়তো হতো না দেখা, তুমি তো আসো না কোনোদিন
প্রতিযোগিতার মঞ্চে, নিভৃত নির্জন কবিতা যে
তুমি, আমি ভালবাসি তাই, তবু মনে হল যদি
দেখা হয়ে যেতে পারে বলে আসো কষ্টে কোলাহলে।

হয়তো হবে না দেখা, কোনোদিন, মনে মনে শুধু
দুজনে পেরিয়ে যাবো নীলবর্ণ আগুনের সাঁকো
নীচে লুব্ধ লোলজিহ্বা কালো জল তীব্র স্রোতোরেখা
উপরে সপ্তর্ষি স্বাতী অরুন্ধতী রাত্রির আকাশ।

একটি গল্পের

ও শীত, এই দেখ একটি গল্পের কখনো শেষ নেই, তাই
তোমার চোখে শুধু সজল ছায়া কাঁপে যখনই আমি চলে যাই
ও শীত, এই দেখ একটি দুপুরের রেখায় আঁকা সেই নদী
পৌরাণিক জলে ভাসায় আমাদের আমরা ভালবাসি যদি
ও শীত, কিছুতেই ভেজে না জলে আর পোড়ে না আগুনের তাপে
যে প্রেম তাকে তুমি দুচোখে মেলে দাও দুঃসাহসে! দেখ কাঁপে
কেমন থরো থরো হৃদয় জরো জরো; দুজনে কাছে যাই ক্রমে
ও শীত, এরকম কাহিনীহীন দিন রাতের কাছে বিভ্রমে
শুধায়, আসেনি সে? ও মেঘ ও বাতাস? ও নাম না জানা তারা?
আসেনি? তখনি তো বাউল হাত তুলে মৃত্যুমুখী মাতোয়ারা।

ভোর থেকে

দেখ আজ ভোর থেকে বসে আছি সব দরজা খুলে
আকাশের ঘন নীল কুয়াশার পর্দা সরিয়েছে
প্রান্তরের হু হু হাওয়া স্তব্ধ হয়ে রয়েছে নীরব
একটিও ঝরছে না আজ থরো থরো হলুদ পাতারা
নদীটি পরেছে তার রোদ্দুরের বালুচরী খানি
হৃদয়ের বীণা থেকে কেবলই ঝঙ্কৃত হচ্ছে তারাদের গান
আজ রবিবার আজ ছুটি আজ মনখারাপের দিন
তবু তাকে সরিয়ে দিয়েছি আজ উড়িয়ে দিয়েছি ডানা মেলে
আজ কোনো গোপনতা রাখিনি বুকের তলে দেখ
দুহাতে কিছুই নেই অগোছালো এই পান্থশালা
তাকিয়ে রয়েছি সেই ভোর থেকে যেন তুমি আসবে বলেছ
সজল ব্যাকুল আমি হাত ধরব ঃ এসেছো এসেছো!
এসেছো, এসেছো তুমি! এসেছো, এসেছো তুমি! আহা!

না লেখা কবিতায়

এত ভোরে বৃষ্টি এলো দুটি হাতে সুগন্ধী সজল
শীতের পৃথিবী স্তব্ধ কুঁকড়ে আছে ঘুমন্ত নীরব
আমার হৃদয়ে সারারাত ধরে ফুটে ওঠা ক'টি
শব্দ শুধু তার শুধু তার জন্যে ভিজে যায় জলে
বৃষ্টি তার গন্ধ নিয়ে শব্দ নিয়ে স্পর্শ নিয়ে এলো
কিন্তু অবয়বহীনা নিরঞ্জনা কোথায় কোথায়?
কোথায় সে দীর্ঘ চোখ ঠোঁটের কিনারে সেই হাসি
ভ্রূভঙ্গে নিশ্চল স্থির প্রণতিমুদ্রায় আঁকা মেয়ে
শ্লোকোত্তরা কিশোরীর অনাহত পবিত্র প্রতিমা?
বৃষ্টি, তুমি রূপাতীত তাকে কেন এনেছ আবার
তার জন্যে ধন্যবাদ, শুধু একটি অনুক্ত প্রার্থনা
তোমাকে জানাতে আজ দ্বিধা নেই, ওকে
বলো, আমি কবি আমি না গৃহী না সন্ন্যাসী, যেন সে
কখনো আমার জন্যে অপেক্ষা না করে চলে যায়
সম্পূর্ণ নিজস্ব তার পথে পথে আমার না লেখা কবিতায়।

আজকে বড়ো দিন

আমার মন খারাপ। তোমার মন খারাপ? বাউল আমাদের
মন খারাপ?
আজকে ঝড়ো দিন মেঘলা সারাদিন সন্ধে থমথমে—
যে যায় যাক
আজকে জলে ভিজে একলা নিজে নিজে শাসনহীন কোনো
অরণ্যে
কোথাও নেই কেউ কোথাও নেই ঢেউ তবুও চেয়ে চেয়ে
কে হন্যে!
বাউল, আর আমার দুপুর বেলা তার সজল সেই দুটি
চক্ষু ছুঁয়ে
দেয় না ভালবাসা নীরব সেই ভাষা, সিঁড়িতে দেবদারু
এখনো নুয়ে
এখনো গুণ্ডনিয়া সহসা মরমীয়া হাওয়ায় ঠেলে খোলে
বন্ধ দ্বার
স্তব্ধ সারা ক্লাশ বাইরে নীলাকাশ কে কাকে খুঁজে ফেরে
দু'চোখ কার?
আজকে সারাদিন মেঘলা ঝোড়ো দিন সন্ধে শেষ মেঘ
রাত্রি হলো
আকাশ ভেঙে নামে একটি শাদা খামে বাউল বড়দিন
কেন যে বলো!
কেন যে নিভে যায় ব্যাকুল এ হাওয়ায় একটি ভীরু দীপ
বাউল, আজ
কেন যে ঘুরে ঘুরে প্রাচীনতম সুরে অন্তহীন গানে
এ কারুকাজ।
আমার মন খারাপ তোমার মন খারাপ এমন দিনে থাক
স্বপ্ন থাক।

একদিন

একদিন ছুঁতে দাও দুটি হাত আমাকে আমাকে
একদিন এ পৃথিবী টাল সামলে উঠুক হঠাৎ।

ছলনা

গোপন করবো না তোমাকে এই হাতে
ছড়িয়ে দেব দেখ গরল, জলে
জলের সিঁড়ি বেয়ে সজল এই ছাতে
এই যে নিয়ে আসা কি যেন ছলে
ভুলিয়ে দেব দেখ তোমার চাপা রাগ
জড়িয়ে যাবে, শুধু বৃষ্টি রেখা
ছায়ার পিছু নেবে আলোর কিছু ভাগ
তখনই একা হবো আমরা একা
তখনই খুলে যাবে নূপুর নিক্কনে
হৃদয়শিরা থেকে প্রলয় জল
তখনই ভুলে যাবে; আসলে মনে মনে
সবই তো মনে মনে সবই তো ছল।

সে

তুমি কি গোধূলিতত্ত্ব বোঝো?
আমারই, আমারই সব ভুল।
ভিড়ে কোলাহলে ফাঁকে খোঁজো
ছায়ায় রোদ্দুরে যে অকূল
সীমাহীন পারাবার, তাকে
আমি কি দেখেছি কোনোদিন?
জানি না, তবুও লোভ থাকে
তোমাকে পৌঁছোতে দেহহীন
তোমাকে প্রেমের হাতে ধরে
নিয়ে যেতে কিশোরের কাছে
আজন্ম রেখেছি জলে ভরে
যার চোখ, সে আছে। সে আছে।

অমিয় গরল

যমুনা, তোমার কথা ছুঁয়ে থাকি ধুলোতে বালিতে সারাদিন
যমুনা, তোমার কথা ছুঁয়ে থাকি ক্ষয়ে ও ক্ষতিতে সারাদিন
যমুনা, তোমার কথা মুখোমুখি আমার সর্বস্বহারা রাতে
নাই বা এবার হলো এখানে দেখা ও শোনা হাত রাখা পরস্পর হাতে

এখানে সময় কম এখানে সমাজ সব এখানে ভীষণ কোলাহল
যমুনা, যেখানে তুমি আমি নেবো ওষ্ঠপুটে অমেয় গরল
সেদেশে যাবে না? চলো, ছায়া দেখ আলো মুছে নিতে
কেমন তৎপর, চলো মুঠো খুলে সমস্ত ছড়িয়ে দিতে দিতে।

তখন

তখন, তোমার সঙ্গে বহুদূর হেঁটে হেঁটে যেতে
ইচ্ছে করে—পাশাপাশি হাতে নিয়ে হাত
হৃদয়ে লুকোনো সব ভালোবাসা ছড়াতে ছড়াতে
ইচ্ছে করে চলে যেতে আকাশের ওপারে আকাশে।

কিশোরী থাকো

ও নদী, কিশোরী থাকো তুমি।
যৌবনে ভীষণ রিপুভয়
যৌবনে রূপকথা জ্বলে নেভে
যন্ত্রণার জোনাকির মতো
ও নদী, কিশোরী থাকো তুমি।
এবড়ো খেবড়ো রুক্ষ কাঁটাজমি
আদিম অরণ্য টিলা নদী
প্রখর রোদ্দুর-বেঁধা পথ
পিপাসায় মৃতকল্প দেহ
ও নদী, যৌবনে অন্ধ জুয়া
তুমি থাকো কিশোরী আমার।
যৌবনে ভুলের পিছু ভুল
যৌবনে ক্ষয়ের পিছু ক্ষয়
যৌবনে জটিল জলরেখা
তোমাকে চতুর করতলে
তুলে নেবে কঠিন তামাসা
ও নদী, কিশোরী থাকো তুমি।

আঁধারে

অতি ব্যক্তিগত এই ভার
নেবে না কবিতা? তবে আর
বলবো না কথা তো তোমার
তুমি তবে বিশ্বগত নও?

তাহলে তোমার চোখে কেন
তাহলে তোমার চোখে কেন
অনন্ত নক্ষত্ররাজি যেন
ফুটে থাকে, অনন্ত আকাশ!

সমস্ত তত্ত্বের বোঝা ফেলে
শুধু ওই দুটি চক্ষু মেলে
এই অন্ধকারে দাও জ্বেলে
প্রেম। আর কিছু না কিছু না

আর কিছু নেবো না তোমার
চেয়ে মেঘ গভীর আঁধার
ছেয়েছে বিষণ্ণ চারিধার
অমল প্রেমের আলো জ্বালো।

অনন্যোপায়

বিকেলের আলো কতটুকু থাকে জানে শাদা পথরেখা
তুমি সকালের পারিজাত, দেবে সুগন্ধ সারাদিন
আমাকে যেতে যে হবেই যমুনা, একা একেবারে একা
কী করে যে আমি শোধ দেবো বলো দুপুরের এত ঋণ!

দুচোখে ওভাবে মেলো না যমুনা রূপকথা কোজাগর
আমার কবিতা কেঁপে ওঠে—স্থির বিষয় বদলে যায়
ছুটির ঘণ্টা বুড়ি ছুঁয়ে ফেরা অন্তিম চেনা ঘর
জলের ফোঁটাতে সমুদ্র! আমি তবু অনন্যোপায়!

যমুনা

ওর নাম যমুনা। ও মেয়ে
কাকে চেয়ে কাকে যেন চেয়ে
একদিন দুপুরের ক্লাশ—
মেলেছিল চোখের আকাশ

তারপর ছুটি। যাই আসি
কোলাহল আনকথা হাসি
হঠাৎ ব্যাকুল শাদা থামে
একদিন বড়দিনে থামে

আমি তাকে ঠাকুরের কাছে
পাঠাতে চেয়েছি, ভয়, পাছে
কেউ কিছু বলে দেখে বই!
বলে না, ভীষণ খুশী হই

তারপর দুপুরের ছায়া
তারপর বিকেলের মায়া
তারপর সজল আকাশ
যমুনা উজান বারো মাস

তারপর? তারপর শুধু
একটি পুরনো পথ ধূ ধূ
শেষ নেই শেষ নেই শেষ
জীবনের অনাহত শ্লেষ।

চলে গেছ, তবু

তুমি চলে গেছ তবু লেগে আছে জল
তুমি চলে গেছ তবু ভেঙে পড়ে ঢল
ঝরে পড়ে শাদা মেঘ, চলে গেছ, তবু।

আমাকে ভেজাবে বলে মিতব্যয়িতায়
আমাকে ভাসাবে বলে অসহিষ্ণুতায়
দেবদারুতলায়, তুমি চলে গেছ, তবু।

ও নদীর কথা

ঝাঁটিপাহাড়িতে একজীবন
ঢেকে রেখো তুমি দেবদারু
ঢেকে রেখো তুমি শুশুনিয়া
ঢেকে রেখো তুমি ধুলোবালি

ঝাঁটিপাহাড়িতে এক জীবন
মানে দুটি চোখ নীল আকাশ
মানে দুটি হাত নীল প্রণাম
মানে অনাহত কিশোরী এক

ঝাঁটিপহাড়িতে একজীবন
হৃদয়ের শিরা স্নেহার্ত
জন্মান্তর ছায়া কিশোর
সজলসন্ধ্যা কেঁদুডিমাঠ

ঝাঁটিপাহাড়িতে একজীবন
ঢেকে রাখো দর্শনের ক্লাস
ঢেকে রাখো শাদা চকখড়ি
ঢেকে রাখো দুটি দীর্ঘ চোখ

ও নদীর কথা গোপন থাক
ঝাঁটিপাহাড়ির স্কুল জীবন।

ঠোঁটের তর্জনী

তোমার নামে ঝাঁপ দিয়েছে তারা
তোমার নামে গড়ায় কলম থেকে
রোদের মতো ছায়ার মতো জল
সাতটি ঋষি ধ্যান ভেঙে উৎসুক
তোমার নামে তোমার নামে নামে।

তোমার নামে ঝড়ের স্বরলিপি
তোমার নামে চিলেকোঠার জ্বর
তোমার নামে প্রসিদ্ধ সব ভুল
কার্নিশে ভয় রক্ত মাখা চাঁদ
তোমারই সব তোমার ভীরু নামে।

তোমার নামে নরম মমতায়
তোমার নামে স্নেহার্ত সংরাগে
তোমার নামে ক্ষতের মুখোমুখি
এক কবি রোজ পাগল হয়ে যায়
ও নদী, এই শুশ্রূষাহীন নামে।

তোমার নামে দীক্ষিত একজন
তোমার নামে স্বভ্রষ্ট একজন
তোমার নামে অবৈধ এক কবি
হাতড়ে বেড়ায় শব্দের পাহাড়
তোমার নামে ও নদী এই নামে।

আর আজীবন সম্ভবত ঝরে
গভীর গোপন বৃষ্টি ব্যাকুল ঘরে
বিস্মৃত এক নামহীনতার জ্বরে

ঠিক যেন তার ঠোঁটেরই তর্জনী!

আমাকে আমার কাছে

এই ঠোঁটে লেগে আছে কেঁদুড়ির মাঠ
মাঠের গভীরে ঝাঁপ দিতে আসা তারা
অন্ধকার বৃষ্টিদাগ বিন্দু বিন্দু জল।

এই হাতে শুকনো পাতা ধূসর পালক
শাদা চকখড়ির গুঁড়ো ব্যক্তিগত ভুল
রক্তক্ষতব্রত দিন অপ্রতিভ বেলা।

সমস্ত কবিকে আমি বলে দেব ঃ তুমি
ভালবাসা—। উচ্চারণে পবিত্রতা ঝরে।
মৃত্যুমুখী জীবনের নিরন্তর ব্যথা।

এ জন্মে হলো না ছোঁয়া ছুঁয়ে দেখা বলে
ফেলে রেখে গেছ এই সজলসময়
আমাকে আমার কাছে তোমার গভীরে!

যমুনা, তোমার কাছে আমি রাখি ঋণ।

আজ

আজ আর যাওয়া ভালো নয়
দুজনে একাকী চলো ফিরি।
দেখ ফিরছে পাখিটি বাসায়
দেখ নামছে দিগন্তে আকাশ
আকাশে সঙ্কেতচিহ্ন মেঘ।

তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি
নির্জনতাটুকু বাঁকটুকু
তারপর একা একা একা
দুজনেই দুজনের ঘরে।

যেখানে প্রদীপখানি ফুঁয়ে
নিভিয়ে নামাবে অন্ধকার

দুরারোগ্য তোমার ও আমার।

সূর্য সফল

এখনও ঘুমোচ্ছো? নাকি আরও ঢের ভোরে উঠে একা
আকাশে তাকিয়ে দেখছ পাতার আড়ালে শাদা চাঁদ
কাছাকাছি ঘুমচোখে জেগে থাকা সপ্তর্ষি রেখাকে?
তোমার ভোরের চোখ দেখতে খুব ইচ্ছে করে কুয়াশাসজল।

আবার পড়েছে শীত, যেন তুমি ডেকে নাও এবার আমাকে
যেন পাইনের বনে আমরা দুজনে হেঁটে হেঁটে হেঁটে যাবো
ভেজাবে তোমার মুখ ছবির মতন শাদা প্রপাতের জল
তোমার পায়ের কাছে ঝরে যাবে রাশি রাশি হলুদ পরাগ।

যমুনা, ক'দিন খুব মেঘ বৃষ্টি ঝড়ো হাওয়া শীত
ক'দিন কী মন খারাপ বুকে দীর্ঘ ঝাউবন সজল সৈকত
ক'দিন সর্বস্বহারা দুপুরের হু হু হাওয়া ছড়িয়ে গিয়েছে
তোমার চোখের নীল তোমার চোখের নীল শুধু নীল ঢেউ।

আজ সব কেটে গেছে। পরিষ্কার। আলো ফুটছে একটু একটু করে।
আকাশ চুঁইয়ে পড়ছে ঘন নীল। পাখি ডাকছে। সুন্দর সকাল।
যেন কেউ আসবে ব'লে। কেউ এসে বসবে ব'লে। কথা বলবে ব'লে।
দুচোখের সুধা নিয়ে কেবলই তাকিয়ে থাকবে ব'লে!

যমুনা, এমন হয় না? আজ? শুধু একটি দিন? সূর্য-সফলতা!

বাসস্টপে

কিছুই কী হলো? না তো! তেমনি জ্বলে দুরন্ত দুপুর
ক্লান্ত কালো পথে দ্রুত যানবাহন ধুলো ছেঁড়া পাতা
মাইক্রোওয়েভের দীর্ঘ ধাতব টাওয়ার ডাইনে বাঁয়ে
বাণিজ্য—বিদীর্ণ ঘিঞ্জি বাড়িঘর পণ্যবাহী ছবি
সহসা অত্যন্ত ঢালু পথরেখা লেভেল ক্রসিং বাইপাস
চতুর্দিকে ব্যস্ত ভাঙাচেরা মুখ চেনা অচেনার জলছবি
কাঠজুড়িডাঙায় স্তব্ধ অপ্রতিভ বাসস্টপে কী হলো?
মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যে অপসৃয়মান মুখ
একটি পদ্মের মতো মুখচ্ছবি ফুটে উঠে আর ঝ'রে যায়।

তোমার ঘুমন্ত মুখ

তোমার ঘুমন্ত মুখ আমার একান্ত ভোরবেলা
পৃথিবীতে পরিশুদ্ধ করে।
ফোটে ফুলেরা সহজে
ঢল নামে রোদ্দুরের, নিরঞ্জন জলে ভেসে যায়
যাবতীয় দুঃখ ভুল পরিতাপ সর্বাঙ্গ-রজনী।
তোমার ঘুমন্ত মুখ পৃথিবীর প্রাচীন বিস্ময়।
এখনও ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়? তাহলে তাহলে?
আমি জেগে থাকি, স্বপ্নে বড় বেশি বেদনা যমুনা
স্বপ্নে বড় সজলতা স্বপ্নে বড় চতুর ছলনা
প্রিয় প্রতিশ্রুতিগুলি অর্থহীন ভেঙেচুরে যায়
মায়াবী মুহূর্তগুলি ছিঁড়ে ছিটকে লুটোয় ধুলোতে।

তোমার ঘুমন্ত মুখ আমার একান্ত ভোরবেলা
বড় বেশি পরিশুদ্ধ পবিত্র এ নষ্ট পৃথিবীতে।

প্রজ্ঞাপারমিতা

তোমাকে কি মুখোমুখি হতে বলে চলে গেছে কেউ?
বলো কার মুখোমুখি, তোমার নিজের না আমার?
একদিন মনে হবে, ভুল, আর তখন সমস্ত খুলে যাবে
প্রাণপণে বন্ধ করে রাখা দরজা জানালা সিন্দুক
খসে যাবে সিঁড়ি বরগা খিলান অলিন্দ বন্ধ ব্যাকুল ঝরোকা
একদিন মনে হবে, ক্ষতি কিছু ক্ষতি নয়, ভুল হয়েছিল।

ও নদী, কিশোরী তুমি, মনে হয় জানো না কিছুই
সে কি সত্যি? জানো না কি? তোমার দুচোখে তবে কেন
পড়েছি নির্ভুল আমি মৃত্যুবীজ ধ্বংসবীজ দর্শনের ক্লাশে
তোমার চিবুকে কেন লেগেছিল পৃথিবীর প্রাচীন শিশির
তোমার প্রণামে স্থির অনন্তের মুহূর্তের জ্যোতির্ময়লেখা?

আমাকে কোথায় আর নিয়ে যাবে কতদূরে জলের ভিতরে
ও দুটি চোখের তলে—হাতে তুলে দিতে ভুল প্রজ্ঞাপারমিতা!

অবচেতন

ঘণ্টা বাজে ক্লাশে পড়াই
ঘণ্টা বাজে বাড়ি ফিরি
ঘণ্টা বাজে সারাটা দিন
ঘুমের মধ্যে কিসের শব্দ!

কে যেন স্থির চোখে তাকায়
তারই শব্দ—এত মুখর!
কে যেন ম্লান একটু হাসে
তারই শব্দ—এত কাঁপায়!

গভীর রাতে রোদের দুপুর
দেবদারু পাতাদের নূপুর
জলের সিঁড়ি নিচু আকাশ
যে আসবে তার সকল আভাস

যমুনা, সব ঘুমের জন্যে!

ঘুমের মধ্যে ঘণ্টা বাজে
শূন্যবাদের মায়াবী ক্লাশ
সারা দুপুর সারা দুপুর
অনন্ত এক চিরদুপুর
কেবল দুটি দীর্ঘ চোখের
অবচেতন রাত্রি জুড়ে

যমুনা, ঠায় দাঁড়িয়ে আছো!

পদ্ম

ওই দৃষ্টিসম্পাতে কেমন
ফুটেছে হৃদয়পদ্ম, নেবে?

এই পথে

কেউ কি দেখেছে যেতে তাকে?
কেঁদুডির মাঠ কালভার্ট
রেলব্রীজ সেগুনের পথ
বাইপাশ কাঠজুড়িডাঙ্গা?

শাদা শালোয়ার ও কামিজ
দুধ শাদা ওড়নাটি তার
একগাছি হাতে তার চুড়ি
পায়ে তার ঘাসের চপ্পল

দুটি চোখে আনত আকাশ!

শুধায়নি থেমে কাউকে সে
বকুল গন্ধের মতো হেসে
চোখে নিয়ে ভীরু ব্যাকুলতা
আমার - আমার কোনো কথা?

কেউ তাকে দেখেনি এ পথে
নতুনচটির ও আকাশ?

তার নাম জানো না আকাশ?

পার

আমি পার করব বুকজল
আমি পার করব গিরিখাত
পার করব আগুনের সাঁকো।

আমাকে, আমাকে? তুমি, তুমি।

হাত ধরা ওই সিঁথিপথে
টাল সামলে চরিত্রের চূড়া
পেরোব পার্বত্য ওই নদী।

আমাকে, আমাকে? তুমি, তুমি।

গ্রহণ

তুমি যাকে কাছে পেতে বার বার রেখেছ দুচোখ
দেখ আজ তারই ছোঁয়া ব্যবধান ভেঙে নামে ঢল
আকাশ মাটিতে নেমে বসে থাকে ঘুমন্ত শিয়রে
ভরে যায় হৃদয়ের রক্তশিরা উপশিরা জলে
ছিঁড়ে যায় গ্রন্থিগুলি ছিন্ন হয় সমস্ত সংশয়
শিকড়ে ডানায় স্থির পাথরের ধমনীতে স্রোত
যাও যাও আরও যাও পিছনে কে দেখায় তর্জনী
সম্মুখে কে চলে যায় দিগন্তে দিগন্তে তারও পানে
শাদা পথরেখা দেখে ভয় লাগে কেপে ওঠে টান
আজ তার অন্ধকার মেঘভার গলে যায় বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে
প্রলয়ের জলমগ্ন চরাচর ঘুমন্ত নীরব কতো স্থির
যেন প্রপন্নার্তিহীন শান্তিনীল ব্যাকুল শুশ্রূষা
দুটি চোখ থেকে ঝরে অবিরল আর ধুয়ে যায়
ক্ষয়ে ও ক্ষতিতে বিদ্ধ আহত হৃদয় বারবার
শুধু চোখ দুটি চোখ তার এত স্পর্শ এত আভা
মুহূর্তে সরিয়ে দিয়ে অনন্ত জন্মের অন্ধকার
টেনে নিলে যাকে তার দেবার কি কিছু আর থাকে।

কাঠজুড়িডাঙা

দেখা হলো। হলো? শুধু দুলে উঠলো কাঠজুড়িডাঙার
অলৌকিক মায়াজাল—নতুনচটি কি বহুদূর?
এতো কষ্ট ফিরে আসবে? এতো ঝাপসা লাগে পথরেখা!
কী হলো, কী হলো, এ কি! বহুদিন পরে একী হলো!
আবার কি হেঁটে হেঁটে যেতে হবে বিকেলের পথে
আর একটি গল্পের মধ্যে—? কোথায় যে কেঁদুডির মাঠ
কোথায় সে আলতা লাল মাটির নির্জন সেতু, কই
হাওয়ায় হলুদ লাল রাশি রাশি ঝরে যাওয়া পাতা
জলের শব্দের মতো হৃদয়ের গভীরে সে ডাক!
আমার, আমার আর ফেরার উপায় কি। যাও
তাকিয়ে দেখো না, ওই বাস ছাড়ছে ছুটে গিয়ে ওঠো।

অবেলা

যারা দুহাত পেতেছে ওই পথে
যারা দুচোখ পেতেছে ওই পথে
টেনেছে সব চতুর মায়াজাল
তুমি তাদের বন্ধু মনে করো?

যারা টিলার আড়ালে ওই বাঁকে
দাঁড়িয়ে আছে ঠাণ্ডা লোহা হাতে
নিতে তোমার কোমল পবিত্রতা
তাদের সঙ্গে চলেছ এই ভাবে?

আমি ওদের দেখেছি ঢের দিন
আমি ওদের অনেকদিন চিনি
ত্বকে আমার ওদের নিশ্বাস
আমার হাতে সময় কই আর

যে তোমাকে আড়াল করে বুকে
পেরোবো এই তক্ষকের দেশ!

স্বরূপ

গতকাল কবিতা লিখিনি
সারাদিন আশ্রমে ছিলাম
মাঝে মাঝে তবুও তোমাকে
শুধুই ভেবেছি—গতকাল।

একদিন যাবে? নিয়ে যাবো
ভালো লাগবে এখানে তোমার
নদী আছে কিনারে মন্দির
মন্দিরে ঈশ্বর—অপরূপ

আর তিনি, যাঁকে ছুঁলে তুমি
অনন্ত জন্মের ভার থেকে
অনন্ত মৃত্যুর ভার থেকে
মুক্ত হবে—যেখানে নিজেকে

আমরাও দেখব পরস্পর
আমাদের সত্তার স্বরূপ।

বৃষ্টি

তোমার কি মনে পড়ে? তোমার কী মন আছে সব?
এখনো হলুদ পাতা ঝরে যায় এখনও হাওয়ার হাহাকার
সৌত্রান্তিক বৈভাষিক অসংলগ্ন বিষণ্ণ দুপুর
সেই সিঁড়ি দেবদারু ঘণ্টা বাজে ঘণ্টা বেজে যায়
তোমার কী মনে আছে চোখের আকাশে নিচু মেঘ
মেঘের কিনারে জলরেখা? তোমার? তোমার মনে আছে?
সামান্য কাহিনীহীন দিনগুলি মিলিয়ে গিয়েছে
পথে পথে পড়ে আছে প্রিয় গল্প প্রতিশ্রুতিগুলি
সমস্ত সংকেত স্বপ্ন শব্দহীন কবিতা পাথর
লেগে আছে, মোছা যায়নি, চকখড়ির দাগ
দুজনের মনে মনে হারিয়ে যেতে মানা নেই মাঠে
নিচু হয়ে ঝুঁকে আছে প্রণামের ছলে ছোঁয়াটুকু
কেন যে হৃদয় মুচড়ে বৃষ্টি নামে বৃষ্টি ঝরে যায়।

মনখারাপের সন্ধ্যা

সব কিছু ভুলে যাবে। সব মানে কয়েকটি দুপুর।
কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। বড়দিন। কার্ড। কথামৃত।
ছেঁড়া কাগজের টুকরো। ভাঙা কাপ। পথে পথে পাতা।
দেবদারুর ছায়া। সিঁড়ি। ভারতীয় দর্শনের ক্লাশ।
সবকিছু ভুলে যাবে। ভুলে যাবো। জীবন এমনই।
খুবই অল্প সম্ভাবনা, তবু হয়তো ট্রেন ছাড়ার মুখে
ব্যস্ত বাসস্টপে ফ্লাইওভারে, ধুলো ধোঁয়ার নীচে
দেখা হবে। চমকে উঠবে বুকের ভিতরে কোনো নদী
নিষিদ্ধ এ্যালবাম থেকে খসে পড়বে হলদে ফটোগ্রাফ
ঝরে পড়ছে কবেকার অন্ধকার দেবদারুর পাতা
সহসা চঞ্চল হাওয়া অপ্রতিভ খুলে দিয়ে যাবে
পুরনো কয়েকটি পৃষ্ঠা কাহিনীবিহীন ক'টি দিন।
কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। সবই। জন্মমৃত্যু অব্দি। তবু
আজ সন্ধ্যা মন খারাপের আজ রাত্রি মনখারাপের
অন্ধকার বৃষ্টি আর মেঘেদের পৌরাণিক নদী।

আজ

অসমাপ্ত কবিতার পাতাগুলি ছড়িয়ে দিলাম
ধুলোতে বালিতে পথে বিকেলের বিষণ্ণ প্রহরে
সারাদিন মুঠো ভ'রে রেখে রেখে মেঘে গেল বেলা।
সন্ধ্যার নিবিড় শান্তি ঢেকে দেবে সব দুঃখ জানি
শান্তি অশান্তির পারে রাত্রি জানি নেবে কোলে তুলে।
সমস্ত ভ্রান্তির শেষে সত্য কী দেখাবে তার মুখ
হিরণ্ময় পাত্রখানি কোনোদিন অপাবৃত করে?
জানি না। হলো না লেখা কবিতাটি। তবে কাকে বলে
কৃপা? সব তুমি জানো। আর জেনে বাকিটুকু নাও
পাঁজরের তল থেকে হাতের এ মুঠো থেকে চোখের জলের
গভীর গোপন থেকে, নিয়ে শুধু একা করো একা করো একা
না লেখা কবিতা যাক ভেসে ভেসে জন্মান্তরে আজ।

এক জীবন বহু মৃত্যু

আমার সে শক্তি আছে সাহসও কী আছে?
তাই দুঃখ বুকে কষ্ট হৃদয়ে, নীরবে যাবে জানি
তুচ্ছ তাৎক্ষণিক গল্প ভুলে যাবে রূপকথার দিন
এরকমই মধ্যবিত্ত এরকমই নিম্নবিত্ত যায়
সন্ধ্যার তুলসীতলে সরোবরে পদ্মের পাতায়
কণ্টক আকীর্ণ পোড়ো ভিটেয় নির্জনে।
ভালবাসার নরনারী চলে যায়, পিছনে ফেরে না
পরস্পরের মুখে খেলা করে আলো আর ছায়া
রক্ত ছলকে ওঠে দিন চিলেকোঠা মায়াবী কিশোরী
চকখড়ির গুঁড়োগুলি শাদা করে পাথরের ভার
লুব্ধ প্রেতায়িত তার ছায়া কাঁপে মৃত্যুর মতন
একটি সামান্য জন্মে জীবনে কতো যে মৃত্যু ঘটে!

যেন আসছি ব'লে

যেন আসছি বলে কেউ চলে গেছে, ফেরেনি সে আর
তার স্মৃতিগন্ধ কাঁপা এক একটি পদ্মের মতো দিন
ফোটে আর ঝরে, বুকে টলোমলো জলবিন্দু পাতা
সমস্ত আকাশ মুচড়ে বেজে ওঠে তার না ফেরার
অপ্রতিভ জলরেখা অপসৃয়মান জলরেখা—
যেন আসছি বলে চলে গেছে ফেলে সুগন্ধী হৃদয়
এ ঘরে, মুহূর্তগুলি চিরকালে পরিণত ক'রে শূন্যতায়
স্পর্শাতীত তার মুখ এ দুহাতে তুলে চেয়ে থাকা
এমন ব্যথিত বেলা অবসন্ন ম্রিয়মান বেলা
পলকে পলকে ঢালে আর এক জন্মের অন্ধকার।

কিনারে

ঘুমন্ত জলের মধ্যে জেগে উঠি ঃ যমুনার টান
আরো ঘন হয়ে ওঠে আকাশের ভাষা
নদীর সংকেত শাদা পথের ব্যঞ্জনা
অন্ধকার হাওয়ার ঝলক ঃ উঠে যাই
অন্তিম কিনারে ছিঁড়ে ডানা
অস্ফুটে তখনো বলি ঃ তুমি আছো তুমি!

ভালবাসতে

ভালবাসতে হলে চাই, চাইই, কৈশোর ?
নদীর শরীরে যদি অনাদিকালের
একজন লুকিয়ে থাকে ! তাকে তুমি যদি
লোভ দেখাও, অসহিষ্ণু করো, যদি তাকে
টেনে নিয়ে যাও দূরে কেঁদুড়ির মাঠে
যদি তার সঙ্গে হাঁটো লোকপুর গোবিন্দনগর
যদি সে লুকোনো ছেলে হাত ধরে, হাতে তুলে ধরে
তোমার পদ্মের মুখ, চুমু খায়, যদি—
সে তোমাকে ভালবাসে, ভীষণ অসম—
দুজনেরই শাস্তি আছে তনুসংহিতাতে
কেননা কৈশোর চাই, চাইই, বাসতে ভালো।

কিশোরকাহিনী

সে আমার কে সে ? তবু আমি কেন তাকে
নিজে হাতে নয়, দিয়েছি কথামৃত
সে যদি আমাকে ঝাঁটিপাহাড়ীর বাঁকে
দেখায় একটি কিশোর চিরাচরিত—

আমি কি হুবহু আমাকেও চিনবো না ?

ও নদী আমার শরীরহীনতা নিয়ে
বলেনি কিছুই। ভূস্পর্শমুদ্রায়
প্রণাম করেছে। শুনেছি তো ওর বিয়ে।
একটি কিশোর খুশী কি না বেদনায়

আমি মানবো না ? আমি কিছু লিখবো না ?

লালপুর কলেজ

পথে পড়ল লালপুর কলেজ
ধাবমান বাসের জানলায়
দ্রুত অপসৃত হলো। তাতে

কী হলো ! অনেক জনপদ
ছিটকে গেল ; শুধু লালপুর
লেগে রইলো জেগে রইলো স্থির !

তুমি পড়ছো তুমি পড়ছো তাই
চমৎকার পুরুলিয়ার পথ
ছবির মতন গ্রামগুলি

বিষণ্ণ নির্জন মাঠ বন
বালির চিতার শাদা নদী
শুকনো কুয়ো পুকুর লাউমাচা

শীতের ধূসর পথরেখা
আদিম সেগুন শাল নিম
ঝড়ের মতন স্টেটবাস

পথে পড়ল লালপুর কলেজ
তুমি পড়ছো তুমি পড়ছো শুধু
তুমি পড়ছো বলেই এমন
স্থির বদ্ধ এতো চিত্রার্পিত !

তুমি আসবে

এই শনিবার, মানে ষোলো তারিখের দুপুরেই
নতুনচটির পথে তোমাকে ডাকলাম।

তোমরা তিনজন ছিলে, তোমাদের ঘিরে নীলাকাশ
প্রান্তর প্রকীর্ণ পথ উদাস গম্ভীর
এলোমেলো কথাবার্তা
মাত্র একবার চোখে চোখ।

বাড়ি আসবে। শনিবার। আমি থাকব দাঁড়িয়ে। কোথায়
কীভাবে যে বসাবো কী খেতে দেবো
কথা বলবো কী যে
ভীষণ নার্ভাস লাগছে
তুমি আসবে
হয়তো একটিবার!

২৩শে ফেব্রুয়ারী, ২০০২

তুমি এসেছিলে,—কবে কতোকাল আগে, তার কথা
এমন বিষণ্ণ হয়ে অন্ধকার জলের মতন
এ হৃদয় ভ'রে আছে যে, সে স্মৃতি কবিতার হাতে
তুলে দিতে পারিনি ও নদী, আমি আজও।
তুমি এসেছিলে, আমি তোমার মুখের দিকে
ভালভাবে তাকাতে পারিনি
তুমি বলেছিলে, আমি এত কাছে, তবু ওই চোখের শুশ্রূষা
পারিনি হৃদয়ে নিতে,
সুগন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছিলে
সারা ঘরদোরে, আমি তার স্রোতে এখনও কাতর।
আমার গোপন কথা আমি আর লুকোতে পারিনি
প্রকাশ্যে বলেছি আমি ভালবাসি—বাসি—
আমার প্রেমের কথা আমি দেখ ছড়িয়ে দিলাম
তুম লজ্জাহত হবে—আমি নিরূপায়।

শুধু একদিন আর একদিন উপচে পড়া দুপুর দেবে না!

আরও একটি দিন

আবার দাঁড়িয়ে থাকবো আবার দাঁড়িয়ে থাকবো আমি
আবার দুপুর তার নূপুরের নিক্কনে নিক্কনে
আমার হৃদয়শিরা বাজাবে, আবার আসবে তুমি
হেঁটে হেঁটে দ্বিধায় মন্থর সুতনুকা
আবার এ ঘরে এসে এইখানে বসে
তাকিয়ে আমার মুখে লজ্জানত, আরও একটি দিন
আকাশে উপুড় করা আনন্দে আমাকে পূর্ণ করো।

অবেলা

কোথায় ছিলে সকালবেলা দুপুরবেলা তুমি?
এখন ঘন বিকেল মেঘ ছেয়েছে বনভূমি
বৃষ্টি হবে অন্ধকার হাওয়াতে ওড়ে বালি
লুটোয় পথে, আকাশে দুটি একটি পাখি খালি
ঝড়ের মুখে, সন্ধ্যা হবে, কোথায় ছিলে, আজ
মুঠোতে দেখ অর্থহীন রেখার কারুকাজ
জ্বলে না আলো অন্ধকার বারান্দার ভয়
ছড়িয়ে আছে জড়িয়ে আছে শুধুই পরাজয়।
কোথায় ছিলে সকালবেলা সারা দুপুরবেলা
যখন ছিল চিলেকোঠার দুঃসাহসী খেলা
যখন ছিল ব্যাকুল দিন বাতাসে কানাকানি
যখন ছিল হৃদয়ে সেই সাজানো রাজধানী
কোথায় ছিলে ও নদী, কেন বিকেলে তুমি এলে
সন্ধেবেলা এ ঘরে তুমি প্রদীপ যাবে জ্বেলে?
সারাটা রাত একাকী আমি বাইরে জলধারা
ও নদী, দেখ আকাশে আজ ওঠেনি কোনো তারা
শাখাতে শুধু হাওয়াতে কাঁদে রাতের বনভূমি
ও নদী, কেন এভাবে এলে এখন এলে তুমি!

ছবি

আজ সেই শনিবার। আমি
ছুটে এসে দাঁড়িয়েছিলাম।
দুপুর ধুলোয় ভরে গেছে
পথে পথে ছেঁড়া পাতা ছাই
ধূ ধূ মাঠ এলোমেলো হাওয়া
কেউ নেই কই কেউ নেই।
আজ সেই শনিবার। সব
ছবি জলে ভিজে যায় দেখ
ঝাপসা হয়ে যায় ক'টি রেখা
ভেঙে যায় প্রতিমার মুখ
গলে যায় প্রতিমার মুখ
জলে ডুবে যায় দুটি চোখ
পৌত্তলিক হৃদয় ব্যথায়
ঝরে পড়ে বৃষ্টির মতন।
আজ সেই শনিবার। তুমি
এসেছিলে চলে গিয়েছিলে।
আমি আজ দাঁড়িয়েছিলাম
দূরে শুধু তাকিয়েছিলাম।

আর এক দুপুরে

আর আসবে না কোনোদিন?
যদি না দাঁড়িয়ে থাকি আমি?
রোজই তো দাঁড়াই গিয়ে পথে
তুমি যে কখন আসো যাও!
একদিন এসো না নিজেই
ছুটি থাকবে সেদিন আমার
অথবা সেদিন ছুটি নেবো
একলা এলে ভালো লাগবে বেশি
মুখোমুখি বসে থাকব আর
কথা বলব এলোমেলো কথা
চেয়ে থাকবো চোখে চোখ রেখে
অকারণে যমুনা যমুনা
ডেকে উঠবো হেসে উঠবো, দূরে
অন্ধকার নদীর কিনারে
ঝুঁকে থাকা একটি দুপুর—
ও নদী, ভয় কি, কেন ভয়
প্লিজ এসো আঠাশে হোলিতে।

তোমার দুচোখে

তোমাকে কি ভালবাসি? জানি না। আবার পথে পথে
আমার দুপুরগুলি ঝরে যাবে। বিকেলে কি তবে কোনোমতে
একদিন চলে আসবে? কোনোমতে শুধু একটি দিন?
এমন সামান্য আর্তি কবিতায় ভর করে! আপাত-কঠিন
হলেও তো বৃষ্টি হবে, পথের সিসুরা বলবে শোনো—
সে আজও দাঁড়িয়েছিল, চোখে তার ব্যথা ছাড়া কোনো
আলো তো ছিলো না, যাও, আর একবার যাও, একা
কবিতার ছড়ানো ঘরে যেখানে যমুনা শুধু লেখা—
যেখানে গিয়েছ তুমি ছুঁয়েছ যেখানে তাকে, তুমি
সেখানে সে অন্ধকার সমুদ্রের সিক্ত বেলাভূমি।
তুমিও কি ভালবাস? জানো না? ও নদী, তুমি বলো
তোমার দুচোখে—সেই শ্লোকোত্তরা চোখে ছলো ছলো।

সর্পতন্ত্র

কোত্থেকে যে উঠে এল এমন নিকোনো ঘরে দোরে
দরজা জানলা বন্ধ ছিল; সম্ভবত ঝাপসা নীল ভোরে
গন্ধফুল ঝোপ থেকে ছিদ্রপথে; সম্ভবত ঝাপসা নীল ভোরে
ঘুম ভাঙলো; ভয় কই! ভালো লাগছে জুরো জুরো শিস
আমার লেখার ঘরে শয্যায় পা ঝুলিয়ে কী শাদা
সুন্দর অসহনীয় পদ্মের মতন হাত, চোখই আলাদা
মৃত্যুর মতন নীল জন্মের মতন নীল পদ্মরাগ মণি
শাদা ওড়না স্তনে শুয়ে যেন গঙ্গা নেমেছে এখনি
আমার সর্বাঙ্গ কাঁপে সারাদিন মুগ্ধচোখ বিহ্বল জর্জর
পাকে পাকে জড়িয়েছে, এত বিষ, তবুও অমর!
তবুও ধমনী বেয়ে হাজার বছর চাপা চুম্বনের জ্বালা
কম্বল ও কমণ্ডলু ঘুমন্ত আশ্রম তারে শাড়ি ফালা ফালা
তবুও বুক জুড়ে জ্বলছে সমর্থ চতুর চাঁদ ভালবেসে হেসে
বস্তুত সবাই ধর্ম জিজ্ঞাসার কালো জলে কবে গেছে ভেসে
শুধু দুটি চোখে অন্ধ ডুবে যাই যমুনার জলস্রোতে দূরে
ব্রহ্মদেব, সবই মিথ্যা! এ আরতি মৃত্যুর কর্পূরে!

ব্যথিত বিকেল

শুধু আর একটিবার এসো, দেখ রেখে যাওয়া ছায়া
গুটিয়ে নিয়েছে সেই দেবদারু, ছড়িয়ে গিয়েছে সে দুপুর
ধুলোতে বালিতে পথে, হাওয়াতে সুগন্ধটুকু নেই
দীর্ঘ বারান্দায় একা চেয়ে থাকি শুধু চেয়ে থাকি
কেমন শুশ্রূষাহীন বহুদিন, তুমি ফিরে এসো
সুন্দরের মায়াজাল টেনে দিয়ে মুহূর্ত আবার
একবার শাশ্বত করো অনির্বচনীয়তা আমার
অন্তত ফুলের মতো সহসা চোখের সামনে এসে
রোমাঞ্চিত এ হৃদয়ে ছুঁয়ে দাও ব্যথিত বিকেল।

অবেলায়

আর কি মানায় এইসব
ভুলে যেতে যেতে বাকি পথ
পেরোনোই ভালো এই বেলা।

আসলে শরীর বেড়ে ওঠে
বুরিময় লতাগুল্মে ঢাকা
একটি কিশোর জেগে থাকে।

তাকে কেউ দেখে না তাকিয়ে
লুকিয়ে সে নদী জলে নামে
জীবনের খামে লেখে চিঠি।

তুমি খুবই ছোট মেয়ে, তাই
তোমার অপাপবিদ্ধ চোখ
তোমার এ শ্লোকোত্তরা স্নেহ

কী হবে আমার ওই মনে!
পরাভবে শুধু পরাভবে
স্বরচিত এ দহন দাহ

জীবনে বয়স নয় কিছু
তুমি কিশোরের কাছে যাও
তার দৃপ্ত দুরন্ত রোদ্দুরে

আমি আর একটুখানি ঘুরে
ঘরে ফিরব একাকী, একাই।

প্রতিভাস

সেই দুটি দীর্ঘ দেবদারু
সেই দীর্ঘ দোতলার সিঁড়ি
আঁকাবাঁকা বারান্দা পেরিয়ে
ভারতীয় দর্শনের ক্লাশ

মস্ত মস্ত জানালা পেরিয়ে
ধূ ধূ মাঠ সেগুনের বন
শুশুনিয়া পাহাড়ের ছবি
রোদ্দুর বৃষ্টির বারোমাস

ঘণ্টা বাজে ঘণ্টা বাজে শুধু
এগারোটা চারটে বাজে রোজ
আসি যাই যাই আর আসি
একই পথে একই ঝড়ো বাস

এরকম কষ্ট কোনোদিন
এরকম স্পষ্ট কোনোদিন
বাজেনি বুকের তারে তারে
কারো দুটি চোখের আকাশ

কোনোদিন আর তার দেখা
হবে না। সে চলে গেছে। আজ
কেঁদুডির মাঠ নেই নেই
দুপুরের সজল আভাষ

এবারে দুজনে একা একা
দুদিকে গিয়েছে দুটি পথ
আমার পালকগুলি ওড়ে
তোমার আশ্চর্য প্রতিভাস

দিনগুলি রাতগুলি

দিনগুলি ভরে উঠতো চোখের ছোঁয়াতে
স্বপ্নগুলি মেঘে ঢাকতো অন্ধকার রাতে
আজ তারা নেই আজ নিঃস্ব নীলাকাশ
তোমার ওড়নার মতো ব্যাকুল বাতাস
মুখে চোখে লেগে যায়, এক অন্ধ নদী
ছুঁতে চায় ঠোঁটে তার যমুনা অবধি
দিনগুলি রাতগুলি দুটি দীর্ঘ চোখে
ছুঁয়ে দিয়ে লুকিয়েছো সংহিতার শ্লোকে
আমার এ কষ্ট ব্যথা ভয় ভুল সব
তোমার ঠোঁটের হাসি মায়া কলরব
ছুঁয়ে থাকে, তারই আভা থেকে দিয়ে যায়
এ জীবন জাহ্নবীর অমেয় ক্ষমায়।

জন্মমৃত্যু

কাউকে বলো না কিছু রেখে দাও হৃদয়ের তলে
আমাদের দেখাশোনা না হয় নাই বা হলো আর
বুকের গভীরে রাখো অন্ধকার সমুদ্রের জলে
ও নদী, অপাপবিদ্ধ বেদনার এই মনোভার।

কী হয়েছে? শুধু দুটি চোখের আকাশে
শারদীয়া পূর্ণিমার রাত্রি ছলোছলো
শ্রাবণ সন্ধ্যার বৃষ্টি জলমগ্ন ফাগুন বাতাসে
আমাদের জন্মমৃত্যু ঃ ও নদী আর কি? বলো বলো।

শুধু দেখা

শুধু একটু দেখা হবে। আমরা তাকাবো পরস্পর।
মাঝখানে ধাবমান বাস ট্যাক্সি ট্রাক টেম্পো ভিড়।
মাঝখানে ধুলো বালি ছেঁড়া পাতা ছাই ধূ ধূ পথ।
শুধু একটু দেখা হবে। স্বর্গ নামবে কাঠজুড়িডাঙায়।
আমরা দুজনে চোখে অপলক চেয়ে দেখব শুধু
কাহিনীবিহীন গল্পে নটে গাছ মুড়োবে এক্ষুনি
ধূসর বৃষ্টির মধ্যে দেখা হবে, শুধু দেখা, এই।

গোপন করো

সারাদিন প্রাণপণে দুহাতে সরাই ওই মুখ
মুছে দিই ওষ্ঠপুট দুটি চক্ষু চিবুক কুন্তল
শাদা ওড়না শালোয়ার কামিজ তোমাকে
রাতের আকাশে তবু স্পষ্ট ফুটে ওঠো—

সারাদিন ধুলো ধোঁয়া ছেঁড়া পাতা ছাই মুখে চোখে
সারাদিন ধূ ধূ করছে পাহাড় প্রস্তর নদীটিলা
সারাদিন চকখড়ির গুঁড়ো উড়ছে চঞ্চল হাওয়ায়
রাতের আকাশে তুমি চেয়ে থাকো অনিমেষ চোখে—

আমার ক্ষমতা কম, সাহসও, সহস্রবার ভীরু
কেন ও নিবিড় রাত্রি বুকে তুলে অমন দাঁড়াও
ভেতরে ও বাইরে? কেন ভুবনমোহিনী মায়াচোখে
আমাকে পাগল করো লুব্ধলোকচক্ষুর সমাজে?

আমাকে গোপন করো তোমাকে গোপন করো তুমি।

যোগক্ষেম

তাকাও শুধু তাকাও শুধু তাকাও
তাকিয়ে থাকো তাকিয়ে থাকো শুধু
আমার মুখে দৃষ্টিসুধা মাখাও
আমার চোখে তৃষ্ণা কেবল ধূ ধূ।

তাকাও শুধু তাকাও চেয়ে থাকো
অনন্তকাল নিথর, নামুক প্রেম
তৃষ্ণাকাতর দুচোখে চোখ রাখো
ভাবুক আমার যোগ ও আমার ক্ষেম।

চিত্ত

ঠাকুরের পট রুদ্রাক্ষের মালা
আজকে দিলাম; দিয়েছি কথামৃত।
আর কিছু নেই নেই যে আমার, শুধু
ধূ ধূ এ চিত্ত থাকুক নিজের কাছে।

জন্ম জন্ম

তুমি কেন দুঃখ দিতে এলে
আমি তো বলিনি কোনো কিছু
মাথা নিচু তুলিনি এ মুখ
তুমি কেন তাকালে ও নদী

দেখ কী চৈত্রের নিঃস্ব দিন
দেখ কী সর্বস্বহারা রাত
দেখ কী পিপাসাদীর্ণ বুক
দেখ কী শুশ্রূষাহীন একা

আমার আনন্দ নেই, কোনো
কখনো—, ও নদী, দুঃখ হাতে
কেন এলে এমন বিকেলে?
কেন তুমি ভালবাসলে আজ?

তোমাতে তো কথামৃত দিয়ে
তোমাকে তো রুদ্রাক্ষ মালায়
ঠাকুরের কাছে যেতে বলি
তবু তুমি কী বলো দুচোখে

নীরব জ্যোৎস্নার মতো মেয়ে
যেন জন্ম জন্ম আছো চেয়ে
এ দুচোখে আমার, দুচোখে—

পুরনো পৃথিবী

তুমি এলে আমি যাব দুপুর পেরিয়ে
বিকেলের খুব কাছে জেনে নিতে পথ
না পেলে দুজনে শুধু বসে থাকব একা
কথা বলব নিচু স্বরে পরস্পর মুখে
পড়ে দেখব লেখা আছে কিনা ভালবাসা
হৃদয়ের জলে দুটি চোখের আকাশে
তুমি এলে আমি ধরব ওই দুটি হাত
পিপাসাকাতর এই করতলে পুরনো পৃথিবী।

এই ঘরে

এই ঘরে তুমি এসেছিলে
এইখানে বসেছিলে তুমি
তোমার পায়ের কাছে মোড়া
চোখে চোখে পারিনি ছোঁয়াতে

ছুঁয়ে দেখা হলো না এবার
দেখাও কি হবে আর, শুধু
এইসব স্মৃতিবীজগুলি
জলে ঝড়ে ছড়াবে মাটিতে

যদি চারা হয়, ফোটে ফুল
কোনো অবিমৃশ্যকারী ভুল
বশত কখনো, চোখে পড়ে
খুঁজে ঝাঁটিপাহাড়ীর স্কুল

তার সেই দুপুরের ক্লাশ
ঘন দুটি ছায়া দেবদারু
নতুনচটির ভীরু পথ
মরুপিপাসার কোনো চোখ

এই ঘরে তুমি একদিন
সহসা দুপুর করেছিলে
অনন্তে নিথর সেইটুকু
এ হৃদয়ে লুকোনো থাকুক।

যেন কতো কাল

কতোদিন দেখিনি ও মুখ
চোখে চোখ রাখিনি, ও নদী
যেন স্বাদহীন পথে পথে
ঘুরে ঘুরে পুড়ে যায় দিন।

মনে পড়ে? মনে পড়ে? কিছু?
খুবই অল্প খুবই কম স্মৃতি
যেন রুক্ষ রুদ্রাক্ষের মালা
যেন চন্দনের গন্ধটুকু।

মনে পড়ে? মরিকা বাসের
ছেড়ে যাওয়া মুহূর্তের চোখ
পিপাসাকাতর, মনে পড়ে?
বইয়ের ভেতর? বলো, পড়ে?

ভারতীয় দর্শনের ক্লাশ
হু হু জানালায় গুঞ্জনিয়া
করিডোরে ভীরু দেবদারু
দুটি অপলক শাদা চোখ?

মনে পড়ে আমাদের বাড়ি?
শনিবার দুপুর? তিনজন?
আমি দাঁড়িয়েই আছি, তুমি
পিছনে তাকিয়ে নাড়ছো হাত?

কতোদিন দেখিনি তোমাকে
কতোদিন যেন কতো কাল।

যমুনা

যমুনা - মেঘে ঢেকেছে দিন রাত
যমুনা - জলে ভিজেছে এইসব
যমুনা - চোখে ভরেছে গিরিখাত
যমুনা - ফুলে ফুটেছে সারা বন

যমুনা - পাতা ঝরেছে পথে পথে
যমুনা - ধুলোবালিতে ঢাকা সব
যমুনা - ঢেউ ভেঙেছে সৈকতে
যমুনা - সুর ঢেকছে কলরব

যমুনা - সুখে দুপুর ছলোছলো
যমুনা - দুখে বিকেল ঝড়ো হাওয়া
যমুনা - কথা যমুনা - কথা বলো
যমুনা - পথে কেবলই ফিরে চাওয়া

যমুনা - স্মৃতি এপারে ভরে মুঠো
যমুনা - হাওয়া এপারে জলে ঝড়ে
যমুনা - সুধাগন্ধে খড়কুটো
আমার হাতে মোহর হয়ে পড়ে

১৩ মার্চ ২০০২

সহসা উঠেছি ডেকে, আতুর আকাশে—
চমকে ছুটে এসে পায়ে হাত রেখেছিলে
বাস ছেড়ে দেবে,—দ্রুত আবার দুহাতে
ঠাকুরের পট আর রুদ্রাক্ষের মালা
তুলে দিই—, বাস যায় আমিও,—খড়বনা
চঞ্চল ব্যথিত মুগ্ধ বিহ্বল, ও নদী
মার্চের সে সকাল অনন্তে নিথর।

বাউল বাতাস

ও নদী, তোমাকে কাঁসাই এর জলে ভাসিয়েছিলাম।
ও নদী, তোমাকে কাঁসাইয়ের জলে ভাসিয়েছিলাম।

যা হবার নয় যা পাওয়ার নয় যা কখনো কোনোদিন
ছোঁয়াই যাবে না—তাকে নিজে হাতে ছড়িয়ে দিলাম।

আকাশ, তোমার বেদনার নীলে ঢেকে দাও আজ
আকাশ, তোমার শূন্যতা দিয়ে ঢেকে দাও আজ।

কবিতা, কখনো লিখো না লিখো না ও নদীর নাম।
কাঁসাইয়ের জলে ভাসিয়েছি আমি ভাসিয়ে দিয়েছি।

শুধু ঘিরে থাকা স্মৃতির গন্ধ স্মৃতির গন্ধ স্মৃতির গন্ধ
বাউল বাতাস নিয়ে যাও মুছে মুছে নিয়ে যাও মুছে নিয়ে যাও।

ঝড়

ও নদী, সহসা দুপুরে এসেছে দারুণ মেঘ
ঝড়ো হাওয়া হু হু বাইরে ধুলোয় অন্ধকার
একটি পাখির কাতর ডানাতে সারা আকাশ
কেঁপে ওঠে যেন কবেকার চেনা কার দুচোখ
সজল—তেমনি সজল—ও নদী—মনকেমন
আজকে দুপুরে সেই ছোট ঘরে কী যে কাতর
শুশ্রূষাহীন দিনগুলি যায় রাতগুলি
ধুলোতে বালিতে পথে পথে উড়ে পুড়ে ঘুরে
ও নদী, সহসা যদি ঝড়ে সব ভেঙেই যায়
যদি মুছে যায় আকাশের মতো শূন্যতায়
দুটি চোখ যেন তারা হয়ে জ্বলে ও নদী রোজ

তুমি ফুটে উঠেছো বলেই

ঝাঁটিপাহাড়ীতে এতকাল
এত কি শিরিষফুল ছিল!
এত লাল পলাশ শিমুল!
এমন সবুজ শালবনে!
বকুলগন্ধের ছন্দ? ছিল?
এত মেঘ এত হু হু হাওয়া
এই নীল রোদ্দুরের মায়া
বৃষ্টির নূপুর দেবদারু
রোদনভরা এ বসন্ত!
কখনও তো এরকম দিন
বাজেনি ধুলোর পথে পথে
এমন আকাশলোক হতে
নামেনি ব্যাকুল জলাধারা
এত ব্যথাতুর সব তারা
অন্ধকার আকাশে আকাশে
কখনও তো বলেনি কিছুই!
তুমি ফুটে উঠেছো বলেই
এইসব, ও নদী, আকাশ!

পথ

আমার বিষণ্ণ পথ তুমি ভরে দিয়েছো আকাশ
সুগন্ধে—দুঃখের দীপ্ত মায়াজালে, দেখ
তাই চোখে এত জল জলে এত শুশ্রূষাবিহীন
আমার সমস্ত দিন ঝরে যায় গলে যায় রাত
আমি পেতে আছি হাত অঞ্জলির মতো
যদি দাও—শূন্যতার গাঢ় নীলে একটি তারার
নীরব চোখের ভাষা, কবিতায় তুলে নেব, আর
ব্যথিত হৃদয়ে চোখে তাকাবো না ধূ ধূ এই পথে।

ঝাউবন

ঘরে ডেকে এনে কিছু বলেছি কি দুপুরে সেদিন?
পথে চোখে চোখ লেগে কোথায় বিদ্যুৎ? সব ভুল
ও মেঘ, কেন যে আজও ক্লাশে ভাসে অনন্ত অতীত
প্রায় দীর্ঘ দুপুরের জলমগ্ন মুখের প্রতিমা

এর কোনো মানে নেই, এর কোনো কিছু মানে নেই
তাতল সৈকতে হাওয়া বালির পরত ফেলে যায়
কিছু দূর ঢেউগুলি ছুটে আসে ছুঁতে—ঝাউবন
একটি নিঃশ্বাস ফেলে চেয়ে দেখে সমুদ্রের মন

এবার প্রণামে

এবার এসেছো তুমি বিকেলের ব্যাকুল প্রহরে
এবার এনেছো তুমি ছুঁতে না পারার দুঃখ ভ'রে
প্রণামের শাদা হাতে ধূপের মতন ভালবাসা
যতটুকু দেখাশোনো ঃ দুটি চোখে ঃ পড়ে থাকে ভাষা

কাগজে খাতায় দূরে মেঘে মোড়া পাহাড় চূড়ায়
আমার বৃষ্টির দিনে অন্ধ অবিমৃশ্যকারীতায়

এবার হলো না ছোঁয়া, ঝুঁকে থাকি প্রণামে তোমার
চোখের কিনারে জমে বিন্দু বিন্দু শুভ্র জলভার।

একবার

তোমাকে রুদ্রাক্ষমালা দিয়েছি, নিয়েছো হাতে তুলে
বাস এসে দাঁড়িয়েছে, কোনো কথা হয়নি তখন
কতদিন হলো? নোটস নিতে নিতে সব গেছ ভুলে
আজ এই মেঘে দেখ মনে পড়ে যাবে—একজন

আজীবন চেয়ে আছে তার সব চোখ মেলে দিয়ে
কাচের জানালা দিয়ে ঃ জলরঙ কোদাইকানাল
মনে পড়ে যাবে সেই নতুনচটিতে পড়তে গিয়ে
একবার কার ঘরে বুনে দিয়েছিলে মায়াজাল।

দেখা

একবার তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে
শুধু চোখে দেখতে ইচ্ছে করে।
তোমার করে না?
কেন দেখা হয় না?
কতো দীর্ঘ দিন
পথে পথে উড়ে পুড়ে ঘুরে ঘুরে কেটে যায় জানো
কিছুই লাগে না ভালো কিচ্ছু না কিছু না
তুমি কি আমার ব্যথা বোঝো?
তুমি কি আমার ব্যথা বোঝো?
কেন এসে দাঁড়াও না সামনে?
শুধুই চোখের দেখা ছাড়া
আর কিছু চাইবো না—
আজ তুমি উঠবে ভেবে
ভিড় ভর্তি বাসে কষ্টে সারা বাস দাঁড়িয়ে এলাম
তুমি তো ছিলে না—কেন ছিলে না, বলো তো?
আমার আনন্দ তুমি
দেখা দাও
আমি স্নান করি পান করি
অনঘ পবিত্র এই
তোমার ও দৃষ্টির সন্তাপে।

একটি দিন

একদিন আমার সঙ্গে পথে পথে বেড়াবে, ও নদী?
একদিন আমার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বহুদূর যাবে?
একদিন আমার সঙ্গে কথা বলবে, এলোমেলো কথা?
একদিন আমার সঙ্গে বসে থাকবে সান্ধ্যনদীতীরে?
একদিন আমার সঙ্গে রাগ করবে হাঁটুতে চিবুক?
একদিন আমার সঙ্গে অভিমানে ঘন কালো মেঘ?
একদিন আমার সঙ্গে বৃষ্টিধারা আকাশ উপুড়?
একদিন আমার সঙ্গে সারাদিন একাকী আমার?
একদিন কবির জন্যে পৃথিবীতে শুধু একটি দিন
দেবে না ও নদী, মাত্র একটি দিন—শ্লোকোত্তরা নদী!

চিলেকোঠা

ও নদী, প্রৌঢ় কবির জন্যে কেন ও চোখ দিলে
ও নদী, এই বিকেল কেন উপুড় করা চোখের নীলে
ভাসিয়ে দিলে—আজ কি আমার ফিরে পাবার
উপায় আছে কেঁদুডি মাঠ কালভার্ট ও রেলওয়ে ব্রীজ
আর কী ও পথ লোকপুরে নীল চৈত্রে ঝরায় হলুদ পাতা
ও নদী, এই গোধূলি আজ চোখের নীলে ডুবিয়ে দিলে
নীল মানে যে শূন্যতা আজ গভীর গাঢ় ভুলেই গেছ
অবভাসও সত্তা—ক্লাশের দুপুর উপুড় দুচোখ তোমার
মায়াবী এক চিরকৈশোর লুকিয়ে থাকে চিলেকোঠায়
ভীষণ দামাল দস্যি ডাকাত—একটি নিথর চির দুপুর
থমকে থাকে অনন্তে—তা জানতে? তুমি জানতে? অবাক!
তাহলে বেশ দুহাত ধরো দুহাত দিয়ে দুচোখ দিয়ে
ভাসাও আমার মৃণালবিহীন পদ্মজীবন অথৈ জলে।

স্বীকারোক্তি

যেন সন্ন্যাসিনী হবে—কথামৃত রুদ্রাক্ষ কাষায়
যেন সন্ন্যাসিনী হবে—জপমন্ত্র কমণ্ডলু জল
যেন সন্ন্যাসিনী হবে—দুচোখে আসক্তিহীন ছোঁয়া

ভিক্ষু শ্রমণের ঝুলি খুলে দেখ, সোনার সে হার
লুকিয়ে রেখেছে ঠিক দেবে বলে তোমাকে একদা

ভিক্ষু শ্রমণের ঝুলি খুলে দেখ, সোনার কুণ্ডল
তোমাকে পরাবে বলে রেখেছে সে সযত্নে লুকিয়ে

ঝুলি ভর্তি প্রেম তার সচুম্বন সালিঙ্গন গভীর গোপন!

গোধূলি

ও নদী, তোমার জন্যে চোখে জল জমে ওঠে আর
কি জানি কী মনোভার মেঘের মতন বুক জুড়ে
দিনরাত ঝুলে থাকে—কিছুই লাগে না ভালো—শুধু
ধূ ধূ পথ ধূলো বালি ঝরা পাতা এলোমেলো হাওয়া
ও নদী, তোমার জন্যে আমার গোধূলি গলে যায়।

প্রলাপ

এমন দুপুরবেলা তুমি কি বইয়ের পাতা খুলে
এলোচুলে বসে আছ সেই দুটি মায়াচক্ষু তুলে
হাওয়ায় চঞ্চল পাতা এলোমেলো; কী ভাবছ এখন
এমন দুপুরবেলা? দুটি চোখে ছুঁয়ে কারো মন!
মায়াবী তোমার ঘরে ঠাকুরের ছবি জপমালা
টেবিলে রেখেছ নাকি ড্রয়ারে গোপনে দিয়ে তালা
কথামৃত পড়ো? একটু একটু করে? ব্যথার বালিশ
কখন ভিজেছে কেন এ দুপুরে দেখি দেখি, ইস
গা দেখি, জ্বরে যে পুড়ে যাচ্ছে, আহা বাড়িতে বলোনি!
অভিমানে তুমি ঠিক অবিকল আমার মতোনই।
এমন দুপুরবেলা কাঁদে কেউ? অশ্রুভেজা চুলে
অসুখ হবে না? শোনো, পথের কাহিনী যাও ভুলে
আমাকে দুহাতে ছুঁয়ে মুছে দাও ও হৃদয় থেকে
দুটি বই পট মালা পুরনো সিন্ধুকে দাও রেখে
ধুলোতে বালিতে শুকনো ঝরাপাতা লুকোবে দুহাতে
আমাদের ভাষাহীন কথাহীন কাহিনীবিহীন এক রাতে
আমি সেই ছোট ঘরে দরজা জানালা বন্ধ করে
প্রলাপের মতো লিখছি তোমাকে, তোমাকে থরে থরে।

ছোট ঘরে

জ্বর, শুয়ে আছি, সেই ছোট ঘরে, মনে আছে, দুপুরে, যেখানে
পা ঝুলিয়ে বসেছিলে, ভালোভাবে তাকাতে পারিনি
তোমার পায়ের কাছে নিচু মোড়া, তোমার দু'বন্ধু পাশাপাশি
তাকাতে পারিনি, তুমি শাদা নাকি নীল জামা পরে এসেছিলে
আমার ও দুটি প্রিয় রঙ, তুমি কী করে জেনেছো, এলোমেলো
এইসব ভাবছি, তুমি গ্রামের বাড়িতে বহুদূরে
পরীক্ষার পড়া করছো, পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছো
মুখে উড়ে উড়ে পড়ছে এলোচুল ঠোঁটের কিনারে মৃদু হাসি!
পায়ের কাছেই নীচে মোড়া আমি বসে তুমি তাকিয়ে রয়েছ
কফির চুমুক দিতে দিতে ছলকে পড়ে যাবে গায়ে ভয়ে আমি
প্রায় ছুঁয়ে ফেলি—তুমি স্বপ্নে দেখো? আমি সব দেখ
সে তেইশে ফেব্রুয়ারী ছোট ঘরে বাঁধিয়ে রেখেছি।

চোখের স্পর্শে

শুধু চোখে শুষে নিলে সমস্ত বাতাস
আমি দমবন্ধ ফেটে যাই
রাত্রি জলতলে
শুয়ে থাকি, সারারাত ঝাঁপ দেয় লক্ষ লক্ষ তারা
হু হু হাওয়া ছুটে আসে, নেমে আসে চোখের পাতায়
বিন্দু বিন্দু জলকণা,
তুমি চোখে তুলে নাও দেহ
তুমি চোখে মুছে দাও ধুলো বালি শেওলা, রক্তকাদা
সমস্ত শুশ্রূষা দিয়ে সারারাত
শুধু চোখে চোখের শরীরে
আমাকে গ্রহণ করো
আমি তার স্পর্শ নিয়ে বাঁচি
আলোহীন হাওয়াহীন রূপরসগন্ধশব্দহীন
কেবল চোখের স্পর্শে
কেবল চোখের স্পর্শে
কেবল চোখের স্পর্শে তার।

সন্ধ্যার কিনারে

একে কি পিপাসা বলে? চোখে কি শুষেছো সব জল?
ধুলোতে বালিতে ছেঁড়া কাগজপাতায় ভিড়ে দূর থেকে টেনে নেওয়া যায়!
শুষেছো, আবার মেঘে মেঘে মেঘে বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে ভরে দিতে!
আমি কি দাঁড়িয়ে থাকব? শুয়ে থাকব? জেগে থাকব? তুমি
একবার একাকী হও; কথা বল ঃ ছুঁয়ে থাকব ঃ সন্ধ্যার কিনারে।

লেখো

শুধুই কবিতা লিখব, আর তুমি চেয়ে থাকবে দূরে!
এমন বিষণ্ণ বেলা ফুরোক, এ গল্প হোক শেষ।
এমন কষ্টের কোনো মানে হয় না, মানে হয় না কোনো।
তোমার কি কষ্ট হয়? আমি আজও জানি না সে কথা।
খুব জানতে ইচ্ছে করে। লেখো, হয়, কষ্ট হয়; লেখো না ও নদী।

একদিন

একদিন তুমি আর রাজপুত্র মিলে
যদি আসো ঃ রূপকথার অনন্ত নিখিলে
শুধু আনবো কোজাগর—কবিতা আমার
বৃষ্টির মতন জ্যোৎস্না দৃষ্টির মতন সেই তার।

একদিন সন্ধেবেলা স্নিগ্ধ আলো হাতে
যদি দেখা হয়ে যায় ঃ দৃষ্টির সম্পাতে
ফুটে উঠবে হৃৎপদ্মে চিদাকাশে, আর
নিথর অনন্ত-সান্ত চোখে সেই তার।

কী হবে আর

কী হবে তোমাকে দেখে? চোখে দেখে?
উপচে পড়া বাসে
হাওয়ায় ধুলোর ঘূর্ণী ছোঁড়াপাতা কাগজের কুচি
ছিটকে পড়া কাঠজুড়িডাঙায়
অন্ধ কালো পিচে পথে বাইপাসের মৃত্যুফাঁদ বাঁকে
কী হবে তোমাকে দেখে
স্বপ্নে জাগরণে বেজে ওঠা
অমৃত-ঝঙ্কারে জলে মেঘে নীলে রাত্রির ব্যথায়
দিগন্ত-উপুড় তীব্র কোজাগরে
ঝাপসা-ঝাঁটিপাহাড়ী
বাসস্টপে
তীব্র হু হু ক্লাশে রূপকথার দেবদারুর
ছায়ায়
আচ্ছন্ন বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে আর বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে
আর বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে
কী হবে তোমাকে ভেসে যেতে দেখে
যৌবনের মতো
কী হবে কখনো আর দেখা না হলেও বলো
সর্বস্ব হারানোর এই দিনে।

শাদা হাত

প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে বাস ছুটে, কোলে শাদা হাত
জানালায় ছিটকে পড়ে দিগন্ত, দুখানি শাদা হাত
ভিড়ের আড়ালে মুখ, চোখ কই? দুটি শাদা হাত
শরীরে বিদ্যুৎ নেমে যেতে যেতে ছোঁয়া লেগে হাত

দুটি শাদা হাতে স্থির অনন্ত আকাশ চিরকাল।

স্পর্শ

সবাই তো ফোন করে চিঠি লেখে আসে মাঝে মাঝে
কেবল তোমারই কোনো ছোঁয়া নেই, নেই? তবে কেন
এত মেঘ এত বৃষ্টি এত হাওয়া আদি অন্তহীন এত নীল!
কেন যে তোমার স্পর্শে জুরোজুরো সসাগরা ধরিত্রী আমার।

নীল

মাঝে মাঝে ছিঁড়ে ফেলি, দুহাতে সরিয়ে দেখি মুখ
মাঝে মাঝে ছিঁড়ে ফেলি, দুহাতে সরিয়ে দেখি চোখ
মাঝে মাঝে ছিঁড়ে ফেলি, কাছে যাই স্পর্শাতীত কাছে
ধর্মাধর্মহীন নীলে ডুবে যাই সপ্ত সসাগরা।

তখন

—তখন আবার যদি দেখা হয় তোমার আমার!

ও নদী, তখন যদি ভুলে যাও! মনে রাখবার মতো কিছু
আমরা রেখেছি নাকি! জীবন নিজের হাতে সব
ধীরে ধীরে মুছে দেয়—যতো ক্ষয় যতো তার ক্ষতি
ও নদী, তখন যদি দেখা হয় যথারীতি, দেখো
তোমার আমার চোখে নীলে নীলে গভীর শূন্যতা।

সুন্দর

মাঝে মাঝে মনে হয় কাছে যাই বেড়াজাল ভেঙে
ছুঁয়ে দেখি কতোখানি বেজে ওঠো জেগে ওঠো তুমি
অনেক অনেকদিন চোখের শুশ্রূষাহীন একা
অন্ধকারে পাতা ঝরে প্রান্তরে প্রাকৃত প্রকৃতিতে
সমুদ্র পাহাড় নদী অরণ্য বিস্তীর্ণ মরুভূমি
বহুদিন পৃথিবীর পুরনো নিয়মে ডেকে সারা
ভুলে যাওয়া মুহূর্তেরা নেমে আসে বুকের ভিতরে
ব্যথিত মুহূর্তগুলি ভেসে আসে ভবিতব্য যেন
মায়াবী, উপেক্ষা নয় অপেক্ষা, অপেক্ষা করে থাকা
অবসান হোক—এসো কয়েকটি মুহূর্ত হাতে নিয়ে
কয়েকটি মুহূর্ত শুভ্র দ্বিধাহীন উন্মুখ কাতর
এসো কিংবা ডেকে নাও থরো থরো চূড়ার উপরে
আমাদের চোখে থাক নিথর অনন্ত জলে ভেজা
চোখের কিনারে থাক সমূহ সন্তত সজলতা
চোখের ছোঁয়ায় থাক সহজিয়া আনন্দ অপার
সজল তাকাও দেখ, সুন্দর! কী সহজ সুন্দর!

ছায়াপথ

একদা বৃষ্টিতে ভেজা আলতা লালপথ
পথের দুপাশে ঝরছে সেগুনের ফুল
দুপুরের রোদ্দুরের বিশ্বস্ত নূপুর
কেঁদুয়াডিহির মাঠ রেলব্রীজ নদী
জ্বরতপ্ত সারারাত বর্ষার পৃথিবী

একদা কোথাও যেন দেখা হতো কথা
লেখা হতো রাশি রাশি শ্রাবণ আশ্বিন
একটি গল্পের রেখা অফুরন্ত দ্রুত
কোনোমতে ফুরোতো না কাহিনীবিহীন

তুমি অবিকল একই চোখের ভিতরে
আবার সেখানে যেতে বলো, পায়ে পায়ে
হয়তো কখন গিয়ে দাঁড়াই, কোথায়, কেউ নেই
কিছু নেই দাহ ছাড়া দাবদাহ ছাড়া

তখন গমনপথে ছায়া জমে ছায়ার পিছনে

পদ্মপাতায়

ভালবাসবো না
ও নদী
থাকবে না কিছু
গোপনে
কবিতা যে ফুল
ফোটাবে
কীভাবে তোমাকে
বাঁচাব
লুব্ধচক্ষু
কৌতুক
টি টি পড়ে যাবে
তার চে
শুধু ওই চোখ
দৃষ্টি
সোনামোড়া এক
নীল দিন
আকাশে বাঁধিয়ে
রাখব
শুধু এক ভাঙা
আঙ্গিক
অশরীরী এক
কবিতা
পদ্মপাতায়
দুলবে
নদীটিকে ভালো
বাসতাম।

গঙ্গা যমুনার

এক্ষুনি যায় সহজ করে বলা ঃ
এই যমুনা, এই যমুনা, এই
শোনো—। হঠাৎ জল ওঠে এক গলা
চিবুক ডোবে, সবাই তাকিয়েই!

এক্ষুনি ওর হাত ধরা যায় হাতে
এই যমুনা, এই দেখ, এই দখ—
আজ দ্বিধাহীন দৃষ্টির সম্পাতে
বলতে পারি ঃ একটি চিঠি লেখ

সব বলা যায় সব করা যায় যদি
বৃষ্টি নামে বৃষ্টি নামে আজ
দুকূলপ্লাবী একটি ব্যথার নদী
ডোবায় লোকচক্ষু গেরুবাজ

সাজানো যায় ধরিত্রীকে ঢেলে
বাজানো যায় সোনার যত তার
আজ যমুনা নতুনচটি এলে
সব হাতে ওই গঙ্গাযমুনার।

যমুনালোক

তুমি মেতেছিলে রুদ্রাক্ষের নামে
মজেছিলে ধ্যানে ব্যবধানে, তাই তার
হৃদয়পদ্ম অনাহত নীল থামে
এলেও বোঝোনি সেই গূঢ় সমাচার

শুধু বুঝিয়েছ সৌত্রান্তিক ক্লাশে
লিখিয়ে দিয়েছো হীনযান মহাযান
ভিক্ষু তোমার ব্যাকুল কাষায় বাসে
চুম্বন লেগে সন্ন্যাস খান খান

দেখ টলোমলো কথামৃতের সেতু
দেখ থরো থরো রুদ্রাক্ষের মালা
তোমারও রক্তকোকনদ সে যেহেতু
ফুটিয়েছে, এত কষ্ট গোধূলিঢালা

এত ব্যথা এত অতীন্দ্রিতা তবে
পেরোবে মাত্রাবৃত্তে করে কি ভর?
শুধু ক্ষয়ে শুধু ক্ষতিতে ও পরাভবে
নিকাষিত হেম! কিছু নেই তারপর!

তারপর নেই? অপার জলের সিঁড়ি
অমীমাংসিত অনন্ত ঃ দুটি চোখ
তথাগত বেলা আরম্ভ করবীরই
স্বরচিত নয় তোমার যমুনা-লোক।

একদিন

এই লেখা পড়ে নিও, একদিন, কোনো একদিন
এই ব্যথা পড়ে নিও, ওই দুটি জলময় চোখে
এই ক্ষত মুছে দিও শুশ্রূষায় দুহাতে কখনো
একদিন, কোনো একদিন এসো, মনে হলে, শুধু তুমি একা
আমি যদি না থাকি তো ফিরে যেও তাকাতে তাকাতে

আজও কোজাগর

কথা থাকে, কিছু হয় না, ভেঙেচুরে যায়
গলে সমস্ত রেখা, ধ্বসে পড়ে বাস্তুভিটে বাড়ি
কাঁটালতায় ছেয়ে যায় রূপকথার মাঠ
কৌতূহলী হু হু হাওয়া আনাচ কানাচ
খুঁজে কিছু খুঁজে ফের চলে যায় অনাসক্ত মনে
এরকমই কারো কারো নিরেট তামাশা
নির্বন্ধের মতো জন্ম নিয়তি নির্দিষ্ট মৃত্যু কাঁপে

কথা থাকে, নিরুদ্দিষ্ট কথা থাকে, তাকে
বৃথা অন্বেষণে হন্যে হয়ে সব ভুলে যেতে হয়
তুলে দিতে হয় কারো রোমশ আদিম নীল হাতে
সর্বস্ব—সমস্ত শুভ্র পবিত্র সুন্দর

এরই নাম কবিজন্ম, এরই নাম তাতল সৈকত
অবিমৃশ্যকারিতা—এইসব
কিছুই থাকে না, জীর্ণ দুটি হাতে পুরনো পূর্ণিমা
প্রথাসিদ্ধ ভেঙে পড়ে আজও কোজাগর

যমুনা-লোক

ঝাঁটিপাহাড়ীতে সহসা মেঘেরা করেছে ভিড়
কী নিবিড়
বৃষ্টিরা ঝোঁপে ঢেকেছে ব্যাকুল সারা আকাশ
বারোটি মাস
এত মেঘ এত হাওয়া তো ছিল না এত কাতর
এত কাতর!
শিরিষে ছিল কি এত কাল এই রোমাঞ্চ
বনাঞ্চল?
দেবদারু, তুমি পাতা বেয়ে কেন ঝরাও জল
অনর্গল?
ও চোখ? তোমার পিপাসা সহসা লজ্জাহীন!
এমন দিন

টলোমলো

দেখা হবে কিনা
আমি তা জানি না—

তুমি জানো কিছু
সিসু, মাথা নিচু?
একা একা পথ?
পথের জগৎ?
উপচে পড়া বাস?
দুরন্ত মে মাস?
জানো, কেউ জানো?
কেন তবে আনো
শ্লোকোত্তরা মেঘ
ব্যাকুল আবেগ
ফোঁটা ফোঁটা জল
আকুল অতল
ঝাঁটিপাহাড়ীতে
নতুনচটিতে?

দেখা হবে কিনা
আমি তো জানি না

সে কি জানে? সে কি!
দেখি! চোখে দেখি
কী পড়ছে? বালি!
একি তবে খালি
পদ্মের পাতায়
দুটি বিন্দু যায়
ঝ'রে টলোমলো
বলো তুমি বলো—

ঝাঁটিপাহাড়ীতে লুকোনো ছিল কি কুড়ি বছর?
কুড়ি বছর!
টলোমলো নীল আকাশে ফুটেছে পদ্মফুল!
মনের ভুল?
ও আকাশ, দুটি চোখের আকাশ, কাহিনীহীন
আমার দিন
গোধূলিতে কাঁপে থরো থরো কাঁপে পুণ্যশ্লোক
যমুনা-লোক।

বিরোধাভাস

আমার শুধু বিকেল থাক তোমার থাক দুপুর
রোদের দাগ জলের দাগ ছায়ার দাগ নূপুর।

আমার থাক ধূসর ঘর তোমার রাজধানী
সবুজ পথ হলুদ পথ চতুর পথখানি।

আমার থাক চোখের নীল তোমার মেঘে হাওয়া
ব্যাকুল জল জলের ছল অতল দাবি দাওয়া।

থাকে কি কিছু? থাকে কি? তবু অনন্যোপায় মুঠো
সোনাকে ফেলে কুড়োয় কাঁচ হীরাকে ফেলে কুটো।

বিরোধাভাস। দেখি না তবু আলোকে দেখি ঃ বলি
বলেছ, আসি; আসোনি; তবু বলোনি, যাই চলি।

ভালবাসা

মাঝে মাঝে আসে, বসে মুখোমুখি, ফোঁটা ফোঁটা জল
আয়ত চোখের কোণে, মুছে হাসে, পাশাপাশি চুপ
অনতিদূরের দুটি চোখে নীল অতল সজল
ভাসায় আমার সব সর্বনাশ আমার সর্বস্বহারা হাত
না লেখা কবিতাগুলি; বলে ঃ এসো সব ফেলে এসো—
কী ফেলে! কোথায় ফেলে! কিছু তো রাখিনি কোনোদিন
তোমার পিপাসা ছাড়া তোমার আসক্তি ছাড়া কিছু।

ভুলে যাব ভুলে যাব, সব রেখাগুলি
এলোমেলো ভেঙে যাবে, টুকরো হয়ে যাবে
দেবদারুর পাতা সিঁড়ি ছায়াচ্ছন্ন ক্লাশ
উপচে পড়া বাস একটি সোনার দুপুর
বই ছবি—ভেসে যাবে—কিছুই থাকবে না

থাকবে না? কিচ্ছু না? থাকে, গভীর গোপনে
ছোট্ট ঘরে কিছু দাগ রোদের জলের
দু-একটি মুহূর্ত তীব্র সংসারের সে কোলাহলের
স্রোত থেকে তুলে রাখা ভুলে থাকা
কিছু

একদিন কোনোদিন মুহূর্তে, দু-এক ফোঁটা জলে
চমকে উঠবো বলে।

কাছে দূরে

আজ মেঘলা পথরেখা আমাকে মিনতি করেছিল ঃ
এসো, সোজা হেঁটে এসো; ওই দেখ মেয়েটির বাড়ি!
ভেজা ডানামোড়া পাখি বলেছিল ঃ ছুটি হয়ে গেছে
আজ সে বাড়িতে আছে; যাও। উস্কোখুস্কো বুনো ঝাউ
আমাকে চঞ্চল দেখে আমার মুখের দিকে চেয়ে
বলেছিল ঃ ডেকে দেব? ডেকে দেব? ডেকে দেব নাকি?
পাতার গা বেয়ে পড়া বিন্দু বিন্দু জলে ও মর্মরে
কোথাও অনতিদূরে ছলছল নদীতে প্রস্তরে
ছায়াভীরু স্মৃতিস্নিগ্ধ নিঃশ্বাসের মতো কণ্ঠস্বরে
এসো এসো এসো এসো—গড়িয়ে গড়িয়ে পড়েছিল—

এখন অনেক দূরে তোমার কাছেই; ঝরে নীল
উড়ন্ত ডানায় মুছে নিয়ে যায় শব্দগুলি খাতা থেকে তুলে
সজল মেঘের কাছে তোমাকে দেখাতে, দশদিক
সর্বস্ব খোয়ানো স্তব্ধ নুয়ে পড়া আমার ক্ষতের মুখোমুখি
দেখ না, কী অন্ধকার সমুদ্র মাঝখানে দেখ দেখ!
তবুও তোমার কাছে আমি, তুমি স্পর্শাতীত আমার নিকটে।

বৃষ্টির কবিতা

বহুদিন পরে বৃষ্টি হলো।
মাটি ভিজে গাছ ভিজে পাখিদের ডানা।
আকাশও এবং এই মন।
পিপাসা মেটানো আলো গড়িয়ে পড়েছে নিচু ঢালে।
জলরেখাপ্রচ্ছন্ন মেঘের মায়াজালে।
বৃষ্টি হলো, বহুদিন পর।
শুক্লপক্ষ। চাঁদ উঠবে। নারকেল পাতার
ঝালর মাখানো চাঁদ। আমি
অক্ষরের মালাকার
পদ্ম তুলি সরোবরে নেমে
সুগন্ধে আচ্ছন্ন তীরে টলোমলো উঠে আসি—
কার
পদ্মের মতন মুখমণ্ডলের কথা মনে পড়ে?
বৃষ্টি হলে?
রাত্রি হলে?
এলে চাঁদ?
আমার শরীরে মনে প্রসন্নতার এত ভার!
বৃষ্টি হলে ও কে আসে রহস্য-নিবিড় ছায়াঘরে!
আজ
বহুদিন পরে বৃষ্টি হলো।

নন্দিত মুহূর্ত

এক একটি সকাল গেছে আজ সূর্যোদয় হবে বলে
এক একটি সকাল গেছে আজ আলোকিত হবো বলে
এমন আনন্দ কেন ম্লান হবে দুপুরে বিকেলে?
হে অনন্ত, কলাকাষ্ঠা স্বরূপিনী, পরিণাম প্রদায়িনী, কেন
এ সকাল নিত্য স্থির শাশ্বত হবে না এ ভুবনে?
হে সকাল, তুমি আজ কোনোমতে দুপুর হয়ো না
হে সূর্য, এ বেদনার নন্দিত মুহূর্তটুকু কেড়ে তুমি নিও না নিও না
হে পৃথিবী, দেখ দেখ এ হৃদয় কেমন গড়ায় চরাচরে!
অনেক তো গেছে আজ এটুকু আমার থাক আমাদের থাক।

ভাষা

তুমি কি আমার ভাষা বোঝো?
এই যে তাকিয়ে রইলাম
এই যে চোখে শীত গ্রীষ্ম অঝোর শ্রাবণ
এত গন্ধ এত শব্দ এত স্পর্শ এত
আনন্দ উদ্বেল হাহাকার
তুমি পড়ো? মানে বোঝো তার?

জানি না। বলোনি কোনো কথা।
চোখের আকাশে কাঁপে রহস্যসজল
স্পর্শের মমতা।
যাই। অনাসক্ত রাতে
সুদূর বিষণ্ণম্লান সুন্দর আঘাতে
এখনো অপেক্ষমান নদীর নিকটে
আমি যাই।
আমাদের দুজনের চোখের অক্ষর
জলে যাক ভেসে।

মাঝে মাঝে

মাঝে মাঝে দেখতে ইচ্ছে করে।
তখন আকাশ জুড়ে মেঘ
তখন হাওয়ার হাহাকার
তখন বিদ্যুৎ বজ্র ঝড়—
তুমি টের পাওনা, কখনো?
মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে যেতে
তোমাকে অনেক দূরে নিয়ে
তুমি ভয়ে তাকাও এ মুখে
আমি হেসে ছুঁয়ে থাকি শুধু
মাঝে মাঝে কখনো কখনো
ইচ্ছে করে তোমাকে শোনাই
নিবেদিত এ কবিতাগুলি।

ভ্রান্তিরূপা

আমি আর দাঁড়াব না। সন্ধে নেমে আসবে। মেঘে ঢাকা
দু একটি তারার স্বপ্ন। ডালে বসে থাকা পাখিটিকে
কেমন রহস্যময় মনে হচ্ছে। পরিচিত পথ ও অচেনা।
কেমন আলাদা শব্দ এলোমেলো চঞ্চল হাওয়ায়।
কোথাও নদীর শব্দ। কোথাও গভীর স্পর্শ। সুগন্ধ কিসের।
কোথাও কয়েকটি রেখা—ভাঙাচোরা—একটি মুখের।
একটি মুখের। কার—কার মুখ? আমি অন্ধ অনাসক্ত। যাই
দাঁড়াবো না। ভালবাসা আত্মঘাতী। ভালবাসা ভুল।
ভ্রম। ভ্রান্তি। মায়া। স্বপ্ন। নির্বাণে কি ভালবাসা আছে?
তথাগত? আনন্দে কি কষ্ট আছে? কষ্টে কিন্তু আছে।
আমি যাচ্ছি। তুমি এলে আমার গমনপথরেখা
বলে দেবে, নেই; বলবে বহুদিন অন্ধকরতলে রেখেছিল
বিশ্বাসপ্রবণ স্বপ্ন। সন্ধে হবে তোমারও একদা।
যাবে, এরকমই যাবে, একা, ছিন্ন মুহূর্তের ভবিতব্যে যাবে
মনে পড়বে, ভুল, বড় বেশি ভুল হয়ে গেছে, আর
কিছুই করার নেই, থাকে না, বিভ্রম এত সুন্দর জটিল।

সহজিয়া

ওকে তবে চিঠি লিখব, খুবই সহজ স্পষ্ট ভাষা
তাও যদি না বোঝো তো সোজা গিয়ে দরজায় দাঁড়াব
বাড়িতে না থাকলে ডাকব সমস্ত পড়োশীকে
দুহাতে চৌকাঠে সাঁটব : ওকে খুব ভালবাসি আমি।

হয়তো টিটকিরি দেবে লুব্ধলোক টিটি পড়বে জানি
বিপথগামীতা দেখে তাকাবে না অন্ধ ভিক্ষু শ্রমণের দল
ভীতু বকুলের ফুল ঝরে পড়বে মাটিতে ধুলোয় সব শুনে
নিষিদ্ধ গল্পের লোভে নেমে আসবে চতুর কাকেরা

ওকে তবে চিঠি লিখব, খুবই সহজ স্পষ্ট ভাষা
প্রমাণের জন্যে ক'টি কষ্টের দুপুর দুটি দীর্ঘ দেবদারু
বাসস্টপ দুটি ছাত্রী একটি ছোট খুব ছোট্ট ঘর
ধর্মাবতারের সামনে তুলে ধরব—তার দৃষ্টিসম্পাতে সম্পাতে
পূর্ণ বিকশিত শুভ্র পিপাসা-ব্যাকুল পদ্মখানি।

জানি, তবু জানি, তাকে পাওয়াই যাবে না কোনোদিন
কেবল অনেক দূরে থেকে দুটি চোখের ভাষাতে বহুদিন
আমাকে লিখিয়ে নেবে শুধু নাম শুধু তার নাম—
আমাকে লিখিয়ে নেবে শুধু নাম শুধু তার নাম

তারপর ছুঁয়ে থাকবে সারা সত্তা ধূম লাগাতে হৃদয়কমলে।

ইচ্ছে

ও মেয়ে, একদিন তুমি শাড়ি পরে এসো।
হলদু অথবা নীল, জমিতে খয়েরি শাদা বুটি
লুটোনো আঁচলে জ্বলবে গোধূলির বিষণ্ণ গৈরিক
জাফ্রান সমস্ত পাড় কাঁধ থেকে পায়ের পাতায়
নেমে যেতে যেতে স্থির নিরঞ্জন জলের মতন
ও মেয়ে, একদিন তুমি শাড়ি পরে এসো।

কবে আসবে? কবে বলবো; কোনো উপলক্ষ কই; এসো
যখন তোমার খুশি। আমি আজও দাঁড়াই, জানো তো
সেইখানে, সারাপথ চেয়ে থাকি বাঁক অবধি, যদি

আসো, যদি যাও, যদি তাকাও, হাত নেড়ে
অমনস্ক এই আমাকে যদি বলো, আসি আজ আসি—

ও মেয়ে, একদিন তুমি শাড়ি পরে এসো।

পথ

কিসের সুগন্ধে এত ভরে আছে সারাপথ! পথের দুপাশে
গলাগলি করে থাকা শিরিষেরা ফুটিয়েছে ফুল?
না তো! হলদে রাধাচূড়া ঝলোমলো। মনে পড়ে। তুমি
রোজ এই পথে যাও আসো, না না রোজ নয় সপ্তাহে দুদিন!
দেখা হয় না। সেই কবে, কতোদিন আগে হয়েছিল।
ভিড়ে কোলাহলে ভয়ে 'ভালো আছো' ছাড়া কথা নেই।
দেখা হয় না। ও মুখের রেখাগুলি ঝাপসা হয়ে আসে।
স্মৃতিগন্ধ ম্লানতর। শুধু পথ নির্বন্ধের মতো রিক্তপথ
তোমার সুগন্ধে পূর্ণ; আমাকে কি রিক্ত হতে বলে? ওর মতো?

কারো কারো

সমস্তটাই ছেলেমানুষী।
কেউ আসে না চমকে দিয়ে
কেউ হাসে না বকুলফুলের সুগন্ধে আর
কেউ বাসে না একটি নদীর মতো ভালো
কেউ জানে না সব চলে যায় হাতের মুঠোয়
সমস্তটাই ছেলেমানুষী।
কী দেখতে কী দেখেছি তার চোখের মধ্যে
হয়তো নিছক মজার জন্যে
হয়তো চটুল কয়েকটা দিন ঝাঁকিয়ে দিয়ে
হাসতে হাসতে হাত নেড়েছে
আমার কষ্ট আমার ব্যাকুল সজল ব্যথা
পথের ধুলোয় —
সমস্তটাই ছেলেমানুষী
কেউ আসেনি কেউ আসে না কারো কারো সারাজীবন
কেবল মিছেই চমকে ওঠা কান্না পাওয়া
শুশ্রূষাহীন অন্ধকারে।

চোখের গল্প

বাসস্টপ থেকে সোজা রাস্তা গেছে তোমাদের বাড়ি
অনায়াসে যেতে পারি, ও নদী, ও নদী, ডাকতে পারি
তোমাকে ভীষণ চমকে দিয়ে, আবার তোমাকে সঙ্গে নিয়ে
আনতে পারি, হাঁটতে পারি, পথে পথে উদ্দেশ্যবিহীন
তবু যাই না, যাব না; কেবল পড়বে মনে
বাসস্টপে প্রেসে বসে ধুলোয় বালিতে ছেঁড়া কাগজে পাতায়
ধূসর পথের দিকে তাকিয়ে তোমাকে—তারপর
একদিন শেষ হবে আসা যাওয়া, তুমিও থাকবে না
শুধুই চোখের গল্প ভেসে যায়, যমুনা চোখের জলে গলে।

স্বপ্ন

সহসা একটা সুগন্ধে ঘুম ভেঙে গেল
একটি চিঠি এসেছে
নদীটির চিঠি।
মনে মনে নিশ্চয়ই ভাবি
ওই চিঠি আসুক।
তাই এই স্বপ্ন।
স্বপ্নে ও ঘুম ভেঙে যে ব্যবধান
সেটুকুর ভেতর আমার
দুঃখ।
ভালবাসার দুঃখ।
বিরহের হাহাকার ছাড়া সবই মিথ্যে।
আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে
আজীবন নেমেছে ঝুরি
উঠেছে লতাগুল্ম
কতো যে উদ্ভিদ
সব বিরহের।
শ্যাওলা বল্মীকটুকুও।
সব ছড়িয়ে
সব ছাড়িয়ে
তবু একজন দেখে সে এসেছে

রাধাচূড়া দেবদারু

আজও গেছি তোমাদের গ্রামে।
বৃষ্টিহীন জ্যৈষ্ঠদিন নামে
এখন প্রত্যহ; পথঘাট
খাঁ খাঁ ধূধূ আদিগন্ত মাঠ
পিপাসাকাতর চোখ ছুঁয়ে
মেঘ নেই বৃষ্টি নেই নুয়ে!
তবুও হলদু রাধাচূড়া!
তবুও হলদু রাধাচূড়া!
তবুও সবুজ দেবদারু।
তবুও সবুজ দেবদারু।
আজও চিরজাগরুক স্থির
তোমার মুখের মতো—
কোমলতা মাখানো নিবিড়।

রূপহীন দুজনের দেখা হয়
দৃশ্যহীন চোখে জল গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা
ব্যস্ত ত্রস্ত পৃথিবীর
ধুলোবালির অঞ্জলি কেঁপে ওঠে।

নামহীন পরিণামহীন

এটুকু থাকুক। অতি ব্যক্তিগত। এর নাম নেই।
এর কোনো সংজ্ঞা নেই সুনির্দিষ্ট পরিণাম নেই।
কেন এত ভয়! এসো দুহাতে বিস্তার দুটি চোখে
অকূল পাথার নিয়ে। ভয় নেই। হাত ধরো, এসো
চলো পাশাপাশি হাঁটি কথা বলি হেসে উঠি জোরে
মুছে দিই চোখে জমা জমে ওঠা বেদনা সজল
শুষে নিই সব ব্যথা প্রতি বিন্দু পবিত্র পিপাসা।

এটুকু থাকুক। রাখো সঙ্গোপনে। বৃষ্টির ভিতরে।
দুঃখের নিবিড় তলে। একাকীত্বে। নিরর্থকতার
নিঃস্ব অবসানে রাখো শাদা হাতে অঞ্জলি-উন্মুখ।
সমস্ত বিন্দুতে। এর নাম নেই। পরিণাম নেই।

কেন এত ভয়! এসো হাত ধরো। চোখে রাখো চোখ।

এবার

তোমার সঙ্গে তেমন দেখাই হলো না আমার
ভিড়ে কোলাহলে শুধু বলেছি 'ভালো আছো'?
ভিড়ে কোলাহলে শুধু বলেছ 'আসি'।
কোনোদিন একটি চিঠি লিখলে না তুমি
কোনোদিন একটি ফোন পেলাম না তোমার
একদিন বাড়িতে এসো—তাও ভিড় সঙ্গে করে
ভালো করে তাকাতেই পারিনি তোমার দিকে।

আমাদের মধ্যে টলোমলো জলের সাঁকো
কোনোদিন পেরিয়ে যাওয়া আসা যাবে না
আমাদের ঘিরে রয়েছে কী গভীর নীল শূন্যতা

কোনোদিন স্পর্শ করা যাবে না কাউকে
তবু কোথায় যেন কাছাকাছি হই। দেখা হয়। কথা হয়।
যেন রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দহীন এক জগৎ
রহস্য-তন্ময় ফুলের গন্ধে বেজে উঠছো তুমি
রাধাচূড়ার হলুদ-সমুদ্রে হেসে উঠছো তুমি
ব্যাকুল কথার স্রোতস্বিনীতে তোমার নূপুর
থরো থরো দুপুর হয়ে কাঁপছো আমার নির্জনে
আদিঅন্তহীন সরোবরে ফুটে রয়েছো কিশোরী কমলিনী।

এবার এই হাহাকারের অঞ্জলিবদ্ধ মাধুর্যটুকুই!
প্রার্থনাবদ্ধ গোধূলির আভায় প্রচ্ছন্ন তোমার মুখ
ধুলোয় বালিতে ছেঁড়াপাতায় আমাদের
দেখা হবে না এবার, যমুনা।

স্বপ্নের চিঠি

স্বপ্নের খামটি ঘুম ভেঙে আর খুঁজে পাচ্ছি না
শুধু খুলে দেখেছি একটি নীরব নাম।
তরপরই ঘুম ভেঙে গেছে আর হারিয়ে গেছে সেই চিঠি
কী লেখা ছিল চিঠিতে? জানি না। জানা যাবে না আর।
সে তো চিঠি লেখে না কখনো, আসেও না
দেখা হয় না আমাদের যে জিজ্ঞেস করব।
তাছাড়া একই চিঠি দুবার লেখাও যায় না হুবহু।

কোনো কিছুই হারায় না—না স্বপ্নের না জাগরণের
এক জায়গায় ঠিক দেখা হয়, সব ফিরে পাওয়া যায়
সেখানে একদিন খোঁজ করব—পড়ে ফেলব চিঠি
চোখের জলরেখার ভাষা বুঝতে সেখানে
কোনো অসুবিধে হয় না।

আজ তোমার চিঠির জন্যে একটা হাহাকার
একটা তন্ময়-বেদনা ঘিরে রইলো আমার দুপুর।

একটি নাম

তোমাকে ভালবাসবার জন্যে কতদিন ধ'রে
রোমাঞ্চিত ঘাসে ঢেকেছে মৃত্তিকা
বৃষ্টিভারাতুর মেঘে ঢেকেছে আকাশ
আকাশ আর মৃত্তিকার মাঝখানে
ব্যাকুলতায় ভেঙেচুরে পড়েছে অনন্ত সমুদ্র

তোমাকে ভালবাসতে বাসতে এসেছে
হাহাকারের দীর্ণ শীত
গ্রীষ্মের ধু ধু লু
বর্ষার বিষণ্ণ দিনরাত
চলে গিয়েছে ধুলোবালির পথ
গোধূলিডানার অপেক্ষমান পাখি
নির্বন্ধের মতো অঞ্জলিবদ্ধ বিশ্বাস

তুমি ভালবাসলে না ব'লে
কবির মন খারাপ
তুমি এলে না বলে কবির নির্বান্ধব দিন
তুমি ভুলে গেছ বলে তার কবিতা এত স্মৃতি-সংরক্ত
তোমাকে ভুলে যেতে যেতে সে ব্যথায় ঘুমিয়ে পড়ে
স্বপ্নে তার চিঠি আসে
চোখের জলরেখায় লেখা
পড়ার আগেই স্বপ্ন ভেঙে যায়
শুধু লেখা থাকে অনপনেয় একটি নাম।

মাঝরাতে

মাঝরাতে স্তব্ধ আকাশে তোমার মুখ
তোমার সেই চোখ চোখের আকাশ
কয়েকটি স্থির নিথর মুহূর্ত

মাঝরাতে স্তব্ধ ঘরে বেজে ওঠে গান
ব্যাকুল পদ্মের মতো ফুটে ওঠো তুমি
আনন্দ-বিহ্বল বুকের পাঁজর

মাঝরাতে আমার ধ্যান আমার প্রার্থনা
আমার রূঢ় পথের রিক্ততা
তোমার চোখের রহস্য-নিবিড় হাসি

মাঝরাতে তোমার ভালবাসা
তোমার শুশ্রূষা
তোমার স্পর্শ

মাঝরাতে
পবিত্রতা।

বালিকা

তুমি আর বালিকা নেই, কিশোরীও
নবযৌবন সম্পন্না তুমি লুকিয়ে ফেলেছো
তোমার চপলতা, স্থির বিদ্যুতের মতো
রাজেশ্বরী মূর্তিতে বিরাজ করছো তুমি
দৃষ্টির প্রসাদে পরিতৃপ্ত করছো বুভুক্ষু হৃদয়
ব্যাকুল বাসনার অনিকেত পিপাসা
চঞ্চল করছো ঘুমন্ত মূলধার তার অগ্নিশিখা
পতঙ্গপ্রাণ চুপিসাড়ে চলেছে তার দিকে
তুমি পা রাখছো হৃদয়ের শিরায় শিরায়
ধমনীতে ধমনীতে বিদীর্ণ বিদ্যুৎ
সামান্য ভ্রূভঙ্গে কতো কামনার কুসুমকোরক
উদ্বেল হয়ে উঠছে, স্মরতরলিত কটাক্ষে
উৎক্ষিপ্ত চিত্ত চুম্বিত হতে কী চঞ্চল কী উন্মুখ।

তবু একজন শান্ত বেদনাহীন নির্বিকার চোখে
তোমাকে দেখে, চোখে চোখ রাখে, নিরঞ্জন জলে
কেঁপে ওঠে তোমার সত্তা—তার শান্তি আশ্রয় আনন্দ।

তখন

এই কবিতাগুলি
কেবলমাত্র আমার
এই কবিতাগুলি
কেবলমাত্র তোমার।

তোমার হাতে কখন
পৌঁছোবে জানি না;
ছাপতে দেব না যে।

হঠাৎ শ্রাবণ মেঘ
ব্যাকুল রাধাচূড়া
মেঘলা ভীরু পথ
সাহস করে যদি
শোনায়, তখন শোনো।

এখন শুধু আমার
এখন শুধু আমার
একটি যন্ত্রণার
একান্ত আশ্রয়
সসঙ্কোচ ভয়!

অনেক অনেক দিন
পেরিয়ে গেছে। কেউ
একটি আরো বই
দিতেও পারে হাতে।

তখন তো কেউ নেই
লিখতে : যমুনাকে।

ভার

আজ আমার সমস্ত ব্যথার ভার নিচ্ছে কবিতা
আজ তোমার সমস্ত ব্যথার ভার নিচ্ছে কবিতা
আজ আমাদের টলোমলো জলের সাঁকায়
এই কবিতা দাঁড়িয়ে ডাকছে আমাদের
ঘুমিয়ে পড়ার আগের মুহূর্তেও শব্দগুলি
ওতপ্রোত বিশ্বাসে স্থির ঃ আমাদের দেখা হবে
সমস্ত পাথর নিংড়ে গড়িয়ে পড়বে জলধারা
যেখানে পিপাসার্ত আকাশ ওষ্ঠ রেখেছে মাটিতে
আজ আমাদের ভার নিয়েছে ব্যক্তিগত এই কবিতা।

একদিন এসো

আজ নাই এলে, কাল নাই এসো, একদিন
তুমি এসো, তুমি এসে দাঁড়িও আমার কাছে
সেদিন আমি রাস্তায় উন্মুখ তাকিয়ে
থাকতে পারবো না তোমার জন্যে, সেদিন আমি
সঙ্গে নিয়ে আসতে পারবো না আমার বাড়ি
বসাতে পারবো না মমতায়, খেতে দিতে
পারবো না নিজের হাতে, কফি ছলকে
পড়ে যাবে দেখে ব্যাকুল হতে পারব না সেদিন।

সেদিন তোমার কবি শুয়ে থাকবে ছোট্ট ঘরে
গোধূলির গৈরিক আভা তার মুখে চোখে
সন্ধ্যার ছায়া মাখানো স্নিগ্ধ বাতাস
আলিঙ্গন করছে মুদিত চক্ষু হৃদয়পথ
সে তাকিয়ে আছে তখনও সেই ক্লাশের মতো
ভিড়ভর্তি বাসের মতো অপেক্ষমান অন্ধকারের মতো।

তুমি এসে স্পর্শ করো একবার এই ললাট
নিয়ে যেও আর একটি বই ঃ আমার গোপন পাণ্ডুলিপি।

আমাকে গোপন ক'রে

তুমি আমাকে পবিত্র রাখো। তোমার দৃষ্টি সুধায়
আমাকে শুচিস্নিগ্ধ করো। তোমার ইচ্ছার তরঙ্গে
আমাকে স্নান করাও। আমার হাত ধরো তুমি।
আমাকে পার করাও এই দুরূহ প্রান্তর
এই দুর্গম গিরিখাত দুঃশীল অরণ্যখো
আকাশের সাঁকো অন্ধকার কুহেলিকা।
আমাকে আচ্ছন্ন করো তুমি ভালবাসায়
আবৃত করো তুমি শ্লোকোত্তরা প্রেমে
গোপন করো গোপন করো গোপন করো
আমার সকল দুঃখের অবসানময়ী
আমাকে গোপন করে তুমি জেগে থাকো আমার
সত্তায় আমার হৃদয়ে আমার শোণিতে আমার তপস্যায়।

এই ভালবাসা

এই ভালবাসা গ্রহণ করো চঞ্চল কিশোরী
আমি ঠিকমতো জানি না, তুমি আমাকে
শেখাও, আমি দগ্ধচিত্তে উন্মুখ
আমাকে বলো আমাকে বলো কী করতে হবে আর
দেখ আমার ফুরিয়ে এসেছে বেলা
গড়িয়ে পড়েছে গোধূলির আলো
ডানা মুড়ে বসে থাকা অপেক্ষমান পাখিটি
চঞ্চল হয়ে উঠেছে, আমার ব্যাকুল প্রার্থনায়
তুমি সাড়া দাও, মায়ের স্নেহের মতো
করুণার মতো, ফুলের গন্ধের মতো, নিশ্চিন্ত
শান্তির মতো হে কল্যাণময়ী
পদচিহ্নহীন এই মরুপ্রান্তরে এসে হাত ধরো আমার।

ধ্যান

এসো আজ ধ্যানে এসো স্পর্শ করো দুচোখে তাকাও
দেখ আজ অশ্রু নামে আচ্ছন্ন এ হৃদয় আকাশ
দেখ কী গম্ভীর মেঘ বিদ্যুৎ চমকায় অন্ধকার
স্তব্ধ অচঞ্চল স্থির প্রকৃতি তোমার জন্যে, এসো
আজ তুমি ধ্যানে এসো দেখা করো দৃষ্টি বিনিময়
নিশ্বাস নিশ্চল ধ্যানে এসে হাসো কথা বলো আর
স্পর্শ দাও, ছুঁয়ে দেখি, ছুঁয়ে দেখি মৃত্যুকে আমার।

আজ

আজ সব ছিল, সবই, মেঘ হাওয়া বৃষ্টি ব্যাকুলতা
সুন্দর গন্ধের মতো সেজা পথ করুণমিনতি মাখা যেন
নিশ্বাসের মতো স্মৃতি-স্পর্শ-ভারাতুর জলরেখা
সব ছিল, বহুক্ষণ একাকী আমাকে ঘিরে সান্ত্বনায় স্নেহে।
আমার চোখের ভীরু আকাশে পিপাসা-কাঁপা আলো
নিভে গিয়েছিল জলে অবিরল জলে জলে, কেন কেউ জানে!
কেন চরাচর জুড়ে এত কান্না! কেউ তো ছোঁয়নি কোনো তার
কেউ তো আসেনি! তবে? পথে পথে অঞ্জলি উপুড় ভালবাসা
ঝরে গেল আজ, আমি কী নিঃস্ব ফিরেছি মেঘভারে।
আবার কি কোনোদিন উন্মীলিত চোখের যমুনা
স্পন্দিত পদ্মের ওষ্ঠে কণ্ঠস্বরমাধুরি আমাকে
শুশ্রূষায় ভ'রে দেবে? স্তবকিত দুর্বার মঞ্জরি
জলপদ্মবনে সিক্ত অনাহত টলোমলো জল?
ভেসে যাওয়া ছিন্ন ম্লান পাপড়ি? বলো দেখা হবে আরো?

ঘাসফুল

সে আর আসবে না আর? বসবে না এই ছোট ঘরে?
পথেও হবে না দেখা? ভিড়ে উপচে পড়া সেই বাসে?
আমার পাশের সিট খালি ছিল, বসলে না তুমি।
তখন, আমার কথা মনে পড়ে? তোমার? আমার
পরিণামহীন ছোট্ট কাহিনীবিহীন দেখাশোনা
ভীষণ প্রান্তরে দুলছে আজও একটি ঘাসফুলের মতো।

রাগ

আজকে ভীষণ মাথা গরম, পোকা নড়েছে, পাগলামীতে
ভাঙতে চুরতে ইচ্ছে করছে, শিরায় বইছে প্রচণ্ড স্রোত
যেন দুপাড় ভাঙছে জলে ছলাৎ ছলাৎ, চেরাই শব্দ
যেন বুকের ভিতরে, আর শানের শব্দ; মুখোমুখি
নিজেই নিজের, লুব্ধচক্ষু পোক জমেছে কৌতূহলে
আজকে যেন শরীর ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়বে সেই সনাতন
নিত্য সত্য, মাথা গরম; কোথায় তোমার চোখের শান্তি!
কোথায় তোমার সুখের দৃশ্য! নোংরা কুটিল মর্তে এখন!
চণ্ডালে সব ধর্ম বানায় গঙ্গাতীরে সংঘ বানায়
আমার মাথায় অন্ধ পাখায় লক্ষ লক্ষ লক্ষ বোলতা।

শুশুনিয়া

দেখাবো পাথর ফেটে কীভাবে নেমেছে জলধারা
কেমন রহস্যময় বুনো গন্ধ শব্দ যেন সমুদ্রের ঢেউ
অদ্ভুত আকুল করা পাখির পিপাসাভরা ডাক
অব্যক্ত কিসের কষ্ট রক্তে ধমনীতে ক্রমাগত
ছলছল ছলছল, অন্ধকার ঘন হচ্ছে বনে
ফুল ঝরছে পাতা ঝরছে পাতার গা বেয়ে ঝরছে জল
জলেরও পিপাসা দেখবে নিরন্তর রাত্রির ভিতর
তোমার অচেনা, হয়তো ভয় করবে, সমস্ত আমার
মুখস্থ পড়ার মতো সমস্ত গোপন সিঁথিপথ
বিষাক্ত পাতার তীব্র নিরীহতা অজ্ঞেয় স্তবক
ধীরে ধীরে খুলে যাবে উৎস আর প্রবাহতরল
উথাল পাথাল স্থানে টেনে নেবে অন্তর্গত নদী
যদি তুমি যাও থাকো সঙ্গে আমি সকাল অবধি
দেখাবো তোমাকে কতো চোরাটান ঝর্ণারাত গূঢ় শিলালিপি
উড়ন্ত আগুনকণা মারাত্মক ঝুঁকে থাকা জবা
একদিন যেকোনো দিন চলো যাই, যাবে?

নাম

ধীরে ধীরে ফুটে উঠলে তুমি
শস্যশ্যামল নিবিড় মনোভূমি
ধীরে ধীরে ফুটে উঠলে আজ
ফুটে উঠল ব্যাকুল কারুকাজ।
এবার ঢালো সুগন্ধ ও নদী।
আমার শ্রম-বিদীর্ণ অবধি
ভাসাই এবার কাঁসাই নদী জলে
ধর্মযাজক উঠুক ক্রোধে জ্বলে
সাতটি ঋষি ঢাকুক তাদের চোখ
লুকিয়ে পড়ুক নিষিদ্ধ এই শ্লোক।
ধীরে ধীরে কাছে এসেছো কাছে
আছে আছে আছে সবই আছে
অনন্তে সব; হে নবযৌবনা
বলবো না আর কক্ষনো বলবো না।
প্রার্থনা থাক দুচোখ থেকে ঝরে
তোমার দ্বিধাপদ্মওষ্ঠাধরে
আমি আবার গোপনে লিখলাম
জলের পাতায় তোমার ভীরু নাম।

সেদিন

বসেছিলে পা ঝুলিয়ে খাটে
আমি নীচে মোড়াতে কাছেই
প্রায়স্পর্শ এরকম ঘন—
ছবিটি ধূসর হচ্ছে ক্রমে

কফি ছলকে পড়ে পাছে তাই
আমি চমকে অতটা ব্যাকুল
না হলেও পারতাম সেদিন

পাছে ওরা বুঝে নেয় কিছু
তাই সরাসরি চোখে চোখ
রাখিনি—কী ভীষণ আপশোষ

সেদিন সমস্ত বাড়ি জুড়ে
বেজেছিল সোনার সেতার
বেজেছিল বুকের সেতার

কোনোদিন আর বাজাবে না?

সাঁকো

আসলে এলে না বলে এই রাগ। আমি আর যাব না এখন।
সারাদিন পথে পুড়ব। সারা রাত হেঁটে ভিজব জলে।
কিছুই লিখব না। দুঃখ কষ্ট অভিমান অর্থহীন।
নিরর্থক এই ধ্যান তন্ময়-বেদনা। নাই এলে।
ভালবাসা এইরকম, যেন দীর্ঘ আগুনের সাঁকো।

আকাশ

তাহলে এবারে ছোঁও, নিজে হাতে মুছে দাও তুমি
হৃদয়ে রোদের দাগ হৃদয়ে জলের দাগ আজ
চোখের প্রণামে বাঁধো অপেক্ষাকাতর বারোমাস
আজ দুটি শাদা হাতে বুনে দাও নীল সোয়েটার।